প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৬ ◆ ২১ - ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

দেশে খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলীর বাংলা ভাষায় করণীয়

বাংলা আমার মাতৃভাষা

ভাষা যদি হয় ভাসাভাসা

স্মৃতিতে ফাদার যোসেফ পিশাতো

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৯ মার্চ, শুক্রবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্যতম ধর্মপল্লী, শুলপুর ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। পর্বের দিন পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এনডি'ক্রুজ ওএমআই। তাই শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বণে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

উল্লেখ্য, এ বছর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক যত্নের ব্যাপারে আরও বাড়তি যত্ন নিবো। প্রতি মাসের ১৯ তারিখে বিশেষ খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা রয়েছে, সকাল ৬:৩০ মিনিটে এবং বিকাল ৫টায়। যারা তীর্থ করতে চান তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে ১০ মার্চ থেকে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ চলবে। এ সময় ও পর্বের সময় আমরা সকলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করব।

পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ১৫০ টাকা মাত্র।

শুভেচ্ছান্তে,
ফাদার লিটু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পাল-পুরোহিত
ও প্যারিস কাউন্সিল এবং খ্রিস্টভক্তগণ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সিগঞ্জ
যোগাযোগের ঠিকানা
০১৭৮৬৯১০১০৯
০১৭৩৩৯১৯৭৮৩

পর্বে নভেনার খ্রিস্টযাগ
নভেনা : ১০ - ১৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সকাল : ৬:৩০ মিনিটে
বিকাল : ৪:৪৫ মিনিটে

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৬:৩০ মিনিটে
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিটে

বিজ্ঞ/৩৯/২১

বি:দ্র: স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৬
২১ - ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
০৮ - ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষার শুদ্ধ চর্চা আবশ্যক

ভাষা মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার মধ্যদিয়েই মানুষ সহজে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়। স্বাভাবিক নিয়মেই একজন শিশু জান্তে বা অজান্তে তার মা-বাবা বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ভাষা শিক্ষা শুরু করে। ধীরে-ধীরে মায়ের ভাষা শিশুর কাছে মায়ের মতো আপন হয়ে যায়। মা, মাতৃভূমির মত মাতৃভাষাও একজন ব্যক্তির কাছে পবিত্র ও আপন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ৩০ কোটিরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বাঙালির মাতৃভাষা প্রেম সর্বজনবিদিত। মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন ঢাকার রাজপথ। পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিল মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের অভূতপূর্ব নজির। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান ও ভালবাসা প্রকাশের সাথে-সাথে মাতৃভাষার প্রতি সম্মান দেখাই। তবে এ সম্মান প্রদর্শন শুধু একদিনের জন্য নয় সবসময়ের জন্য হওয়া বাঞ্চনীয়। আর তার যথার্থতা আসবে যখন বাংলা ভাষা-ভাষী আমরা শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা চর্চা করবো। একই সাথে নিজ মাতৃভাষা চর্চা করার সাথে-সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা রাখবো এবং ভাষাগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহযোগিতা করবো। কেননা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলো দিনকে দিন হারিয়ে যাচ্ছে।

যেখানে শত-শত ভাষা নিজস্বতা হারিয়ে বিপন্নতার মুখোমুখি সেখানে বাংলা ভাষা স্বগৌরবেই আছে। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো বাংলা ভাষা দিনকে দিন স্বকীয়তা ও সৌন্দর্য হারাচ্ছে। ইংরেজিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলাকে গৌন করে দিচ্ছি। যদিও বাংলা ভাষাকে আজ জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ভাষা করার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই সাধের ও প্রাণের ভাষা নিজ ভূমিতেই অবহেলার শিকার; তার নজির ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। আমাদের বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যপুস্তক খুললে শিশুদের জন্য ভুল বানান আর ভুল বাক্যের ছড়াছড়ি দেখতে পাই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষকেরই নেই প্রমিত বাংলা উচ্চারণ দক্ষতা। ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিদ্যাপীঠ থেকে ভুল উচ্চারণ ও ভুল বানানে মাতৃভাষা শিখছে। অধিকন্তু হিন্দি সিরিয়ালের প্রভাবতো রয়েছেই। তাই বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যাকরণ নীতি ব্যবহার খুবই জরুরী। সেইসাথে বাংলা ভাষাকে কোন রূপ বিকৃতি কিংবা অশুদ্ধভাবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে। বাংলিশ (বাংলা-ইংরেজি) শব্দচয়ন বন্ধ করতে হবে। বর্তমানে লেখার শুদ্ধ বানানের গুরুত্ব যেন এক ঐচ্ছিক ও হালকা বিষয় হয়ে গেছে। যার যা খুশী বা যে যা পারে, জানে সে তাই লিখে অনেকবার সেভাবে উচ্চারণও করে। এবিষয়ে কারো যেন বলার, চিন্তার বা সংশোধন করার কিছু নেই। এভাবে বলা- চলা যেন আধুনিক 'ফ্যাশান' হয়ে গেছে। ভাষা নিয়ে এ ধরণের খামখেয়ালিপনা অচিরেই বন্ধ করা দরকার। যথাযথ কর্তৃপক্ষ তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা এখনই শুরু করা দরকার। কেননা একটি জাতির সামগ্রিক বিকাশের অন্যতম মাধ্যমই হলো মাতৃভাষা।

স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেই খ্রিস্টমণ্ডলী বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বময়। ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টমণ্ডলী মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা সংরক্ষণে, অনুশীলনে ও বিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দান করে। কেননা খ্রিস্টমণ্ডলী মনে করে মাতৃভাষাতে প্রার্থনা, উপাসনা ও ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করা একজন মানুষের অধিকার। আর সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশেষ একটি দায়িত্ব। আমরা বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলী ভাষার ক্ষেত্রে কি করছি! স্বভাষায় ধর্মীয় জ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা খ্রিস্টানগণ অনেকটা গরীব, কখনো কখনো বেশ দুর্বল। নিজেদের ভাল কোন অভিধান, সংস্কৃতি পুস্তক, ঐশবিদ্যা, মাণ্ডলীক আইন প্রভৃতি বই নেই। নিজেদের মুক্তকোষ, বিশ্বকোষ, ইতিহাস প্রভৃতি বই লিখতে ও সংরক্ষণ করার কাজ এখনই শুরু করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করা হয়। ঠিক একইভাবে ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্যও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ সংকুলান করা হোক। এছাড়াও ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার্থে সকল কাজে, উপাসনায়, সভাসম্মেলনে, সংলাপে শুদ্ধ বাংলা বলতে ও উচ্চারণ করতে হবে। তাহলে ভাষা মানুষের জীবনে সফলতা, মাধুর্য ও অর্থ নিয়ে আসবে। †

'যিশু বলছিলেন, কাল পুর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাজে এসে গেছে, মনপরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।' *(মার্ক ১:১৫)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

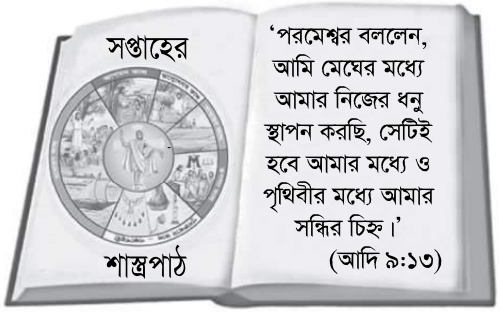

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ - ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
আদি ৯: ৮-১৫, সাম ২৫: ৪-৫কখ, ৬-৭, ৮-৯, ১ পিতর ৩: ১৮-২২, মার্ক ১: ১২-১৫
শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)
খ্রিস্টযাগ অথবা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্য পাঠ:
২ মাকাবীয় ৭: ১-২, ৯-১৪, ২২-২৩, সাম ৯২: ৯-১৬, রোমীয় ৮: ৩৫-৩৯, লুক ২১: ১২-১৯

২২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধু পিতরের ধর্মাসন-এর পর্বীয় খ্রিস্টযাগ, প্রেরিতদূতদের স্মরণে বন্দনা।
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ পিতর ৫: ১-৪, সাম ২২: ১-৬, মথি ১৬: ১৩-১৯

২৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধু পলিকার্প, বিশপ ও ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
ইসাইয়া ৫৫: ১০-১১, সাম ৩৪: ৩-৬, ১৫-১৮, মথি ৬: ৭-১৫
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
প্রত্যাদেশ ২: ৮-১১; অথবা ২ মাকাবীয় ৬: ১৮, ২১, ২৪-৩১, সাম ৩১: ১কখ, ২গঘ, ৫, ৬খ, ৭ক, ২০কখ, যোহন ১৫: ১-৮

২৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
যোনা ৩: ১-১০, সাম ৫১: ১-২, ১০-১১, ১৬-১৭, লুক ১১: ২৯-৩২

২৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
এস্থার ৪: ১, ৩-৫, ১২-১৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৭গ-৮, মথি ৭: ৭-১২

২৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
এজিকেল ১৮: ২১-২৮, সাম ১৩০: ১-৮, মথি ৫: ২০-২৬

২৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
২য় বিবরণ ২৬: ১৬-১৯, সাম ১১৯: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, মথি ৫: ৪৩-৪৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৯৬ সিস্টার থিওডোরা চেম্পালিল এসসি (ঢাকা)

২২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ২০০৬ সিস্টার কামিল্লা আন্দ্রেয়লা এসসি (রাজশাহী)

২৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. কনডিইড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৯ ফাদার উইলিয়াম মারফি সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও (খুলনা)

২৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯২৫ ফাদার এমিল লাফন্ড সিএসসি

২৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৩৩ ফাদার যেরোলামে লাজ্জারোনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লুইস লেডুক সিএসসি (চট্টগ্রাম)

করোনার টিকা নেবো নির্ভয়ে

বিগত ২৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে মরনঘাতী করোনা হতে বাঁচার জন্যে আমাদের অনেক প্রতিক্ষিত করোনার টিকা প্রদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন এবং কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র নার্স রত্না ভেরোনিকা কস্তা প্রথম করোনার টিকা গ্রহণের মাধ্যমে টিকা প্রদানের কর্মসূচির শুভ যাত্রা শুরু হয়। সত্যি করে বলতে কি এই দিনটি বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন হয়ে থাকবে। করোনা হতে জীবন বাঁচাতে করোনার টিকা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। করোনার টিকা প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে করোনার মরণঘাতী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল যা সত্যিই প্রশংসনীয় ও গর্ব করার মতো। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমাদের দেশ দ্বিতীয় দেশ হিসেবে টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের অবস্থান আরও শক্ত হলো। করোনার টিকা প্রদান অতি দ্রুত সম্ভব হলো বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য।

করোনার টিকা সুন্দরভাবে প্রদানের জন্য ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন সময় উপযোগী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কথা হলো যে, করোনার টিকা নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সবার আন্তরিকতা ভীষণ প্রয়োজন এবং টিকাদান কর্মসূচিকে সফল করতে আমাদের কোন ভয় বা সন্দেহ থাকা মোটেই ঠিক হবে না। কারণ সরকার ইতিমধ্যে করোনার টিকা গ্রহণের পর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই টিকা নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই। আমরা নির্ভয়ে টিকা নিতে পারি। অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, করোনা টিকা নিয়ে কিছু স্বার্থপর মানুষ রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লুটতে বিভিন্ন অপপ্রচার ও গুজব ছড়াচ্ছে যা সত্যিই আমাদের জন্য দুঃখ ও লজ্জাজনক। আসুন করোনার এই দুঃসময়ে রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ভুলে মানুষের জীবন বাঁচাতে সম্মিলিতভাবে করোনার টিকা প্রদান কর্মসূচিকে সফল করি। করোনার টিকা নিয়ে কোন নেতিবাচক মনোভাব মোটেই ঠিক নয়। জীবন আমার এবং আমার জীবন সুরক্ষার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমার নিজের। তাই টিকা নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমাদের নিজেদের নিতে হবে। টিকা নিয়ে কোন সামাজিক গুজবে কান দেওয়া যাবে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হতে বলা হচ্ছে যে, টিকা গ্রহণের পাশাপাশি পূর্বের ন্যায় মাস্ক পড়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও হ্যাণ্ডসেনিটাইজার ব্যবহার আমাদের পালন করে যেতে হবে। সুতরাং আমাদেরও তা যথাযথ পালন করতে হবে। করোনার টিকা প্রদান শুরু হয়েছে আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের দেশের সাধারন মানুষের জীবন জীবিকার কথা চিন্তা করে বিনামূল্যে মানুষ যেন করোনার টিকা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। করোনার টিকা নিয়ে যেন কোন নয়ছয় না হয় তা সরকারকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আসুন, নিসন্দেহে ও নির্ভয়ে আমরা সবাই মরণঘাতী করোনা হতে সুন্দর জীবনটা বাঁচাতে করোনার টিকা নেই এবং আমাদের পাশের সবাইকে করোনার টিকা নিতে উৎসাহিত করি।

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
মনিপুরিপাড়া,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল

তপস্যাকালের প্রথম রবিবার

১ম পাঠ : আদি ৯: ৮-১৫

২য় পাঠ : ১ পিতর ৩: ১৮-২২

মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১: ১২-১৫

প্রতিদিনের প্রলোভন করতে জয়, প্রভুই মোদের অভয়। দু'তলা একটি মনোরম বাড়িতে এক লোকের বসবাস ছিল। হঠাৎ একদিন সেই লোকের বাড়িতে যিশু বেড়াতে গেলেন। যিশুকে দেখে সেই লোক তো মহা খুশি। সে খুশি হয়ে যিশুকে ওপর তলায় একটি রুমে থাকতে দিল। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে যিশু সেই ওপরতলার কোণার রুমে চলে গেলেন। লোকটি নিচের তলায় তার রুমে ঘুমাতে গেলেন। রাত যখন গভীর সবাই ঘুমে বিভোর সেই সময় হঠাৎ শয়তান এসে লোকটিকে আক্রমণ করতে চাইল আর লোকটি তখন তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে পরাস্ত করতে চাচ্ছিল। তার চিৎকার-চেঁচামিচির শব্দ ওপর তলায় দূরের রুমে থাকা যিশুর কানে হালকা করে ভেসে আসল কিন্তু যিশু কোন কিছু বুঝতে না পেরে আবার শুয়ে পড়লেন। এ দিকে যিশু ঘুম ভাঙ্গার ভাবটা শয়তান বুঝতে পেরে সাথে সাথে লোকটিকে ছেড়ে চলে গেল। পরের দিন সকালে নাস্তা খাওয়ার সময়ে লোকটি যিশুকে বলল আপনি থাকতেও শয়তান এসে আমাকে আক্রমণ করতে চাইল, আর একটু হলেই আমি তো মরেই যেতাম। যিশু তাকে উত্তরে বললেন তুমি আমাকে ঐ দূরের কোণার একটি রুমে থাকতে দিলে তাই এত দূর থেকে আমি বেশি কিছু বুঝতে পারিনি। লোকটি তখন যিশুকে বললেন, ঠিক আছে, আজ আপনি দু'তলার সব ঘরে থাকবেন। যথারীতি রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে তারা যে যার জায়গায় ঘুমাতে চলে গেলেন। আজ লোকটি বেশি সচেতন কিন্তু রাত যত গভীর হতে লাগল ততই তার চোখ ভেঙ্গে ঘুম আসতে লাগল আর এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর শয়তান সেই সুযোগে তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে আক্রমণ করতে গেল; লোকটি প্রাণপণে শয়তানের সাথে লড়তে লাগল। অবশেষে কুলোতে না পেরে সে যিশু যিশু বলে চিৎকার করতে লাগল আর তখন ওপর তলায় থাকা যিশুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। যিশু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কে ওখানে যিশুর কণ্ঠস্বর শুনে শয়তান সাথে সাথে লোকটিকে ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। পরের দিন নাস্তার টেবিলে লোকটি কিছুটা বিরক্ত হয়ে যিশুকে প্রশ্ন করে বলল যে, আপনি এখানে থাকতেও শয়তান আমাকে আজও এসে আক্রমণ করতে চাইল তবে আমার ভাগ্য ভাল যে আজ আমাকে বেশি কাবু করতে পারেনি কারণ আপনি আমার চিৎকার শুনে তাড়াতাড়ি সজাগ হয়ে গিয়েছিলেন। যিশু তাকে বললেন, আসলে তুমি নিচের তলায় আমাকে তোমার কাছে রাখলে শয়তান তোমার কাছে আসার সাহস পেত না। লোকটি তখন বললেন ঠিক আছে আপনি আজ আমার সারা ঘরে থাকবেন। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া শেষে লোকটি ঘুমাতে গেল এবং যিশুও আজ তার সারা ঘরে রইলেন। রাত যখন গভীর শয়তান লোকটির ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল আর হঠাৎ দরজার সামনে সে যিশুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ায় আর ভয় পেয়ে বলে আমি দুঃখিত, আমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। সে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, এই গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, লোকটি শয়তান দ্বারা ততক্ষণ প্রলোভিত হল, পরাস্ত হল যতক্ষণ সে যিশুকে দূরে রাখল। যিশুকে সে যখন তার নিজের ঘরে থাকতে দিল তখন শয়তান তার কাছ থেকে ভয়ে পালিয়ে গেল। একইভাবে আমরাও যখন আমাদের অন্তর আবাসে যিশুকে স্থান দেই তখন রাত যতই গভীর হোক না কেন, জীবনে যতই কঠিন পরীক্ষা আসুক না কেন তখন আমরা সকল মন্দতাকে পরিহার করতে পারি। সেই মন্দতা পরিহার, প্রলোভন জয়ের বারতা নিয়ে সাধনার যাত্রা করতে আজ আমরা তপস্যাকালের প্রথম রবিবারে উপনীত হয়েছি। এই তপস্যাকালে মাতামণ্ডলী আমাদের আহ্বান করে যেন আমরা যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু ধ্যান করে আমাদের জীবনে রূপান্তর আনি। অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে ফিরে আসি। কারণ তিনি আমাদের পাপের ভার বহন করলেন যেন আমরা পাপ হরণ করতে পারি; তিনি মৃত্যুবরণ করলেন যেন আমরা মৃত্যুহরণ করতে পারি।

ঐশ সন্ধি: মৃত্যুতে পতিত হওয়া নয়, জীবনে উত্থিত হওয়া: পাপ ও মৃত্যুহরণ করে অনন্ত জীবন লাভের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে মানুষের সাথে ঈশ্বরের চিরকালীন সন্ধি ব্যবস্থার বর্ণনা আমরা শুনতে পাই আজকের প্রথম পাঠ ও দ্বিতীয় পাঠের মধ্য দিয়ে। আদি পুস্তক থেকে আজকের প্রথম পাঠে আমরা দেখি, মহাপ্লাবনের পর ঈশ্বর নোয়ার সাথে বিশেষ সন্ধি স্থাপন করেছেন। এই সন্ধি হ'ল জীবন ধ্বংস করা নয় বরং জীবন ধারণ ও পালন করা। সেই জীবন যেন পাপের কলুষ দ্বারা মর্ত্যলোকের শুধুমাত্র মরজীবন হয়ে বিলুপ্ত হয়ে না যায় বরং অমরজীবন হয়ে চিরকাল ঈশ্বরের সাথে সঞ্জীবিত থাকে। এই বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত হই আজকের দ্বিতীয় পাঠে প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম ধর্মপত্রের মধ্য দিয়ে। সাধু পিতর আমাদের বলেন যে, "খ্রিস্ট নিজেই মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন-একবার, চিরকালের মতো। যিনি ধর্মময়, তিনিই অধার্মিকদের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যাতে তিনি ঈশ্বরের কাছে তোমাদের নিয়ে যেতে পারেন।" আর এইভাবে আমরা দেখি যে, ঈশ্বর সেই আদি যুগ থেকে সময়ের পূর্ণতায় অবশেষে চূড়ান্তভাবে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যিশু খ্রিস্টকে মুক্তিমূল্য হিসাবে ক্রুশে বলিদানের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সেই অমরজীবনের দিকে পরিচালিত করতে আমাদের সাথে তাঁর সন্ধি বন্ধনে চির অটুট রয়েছেন । এই সন্ধি বন্ধনে আমরা তখনই যুক্ত হই যখন অমরা পাপের পথ তথা মৃত্যুর পথ, ধ্বংসের পথ পরিহার করে আলোর পথে, জীবনের পথে যাত্রা করি। এ যাত্রা পথে অন্ধকারের বাঁধা অনেক সময় অবধারিত হলেও তা অজেয় নয়। ঈশ্বরের শক্তিতে মন্দ শক্তির বিনাশ ঘটে।

প্রলোভন প্রতিদিনের বাস্তবতা, পতিত হওয়া আমাদের মৃত্যুদশা: পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে কোন না কোন প্রলোভনের সম্মুখীন হননি। স্বয়ং ঈশ্বর পুত্রও এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা সেই ঘটনার কথা শুনি। যিশুর জীবনের মন্দতার মুখোমুখি হওয়া যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রলোভনে পতিত হওয়ার প্রতিচ্ছবি। তবে যিশুর সাথে আমাদের পার্থক্যটা হল এই যে, তিনি প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছেন কিন্তু পতিত হননি কিন্তু আমরা প্রলোভনের মুখোমুখি হই এবং একই সাথে অনেক সময় পতিত হই আবার কখনও পতিত হই না। প্রলোভন থেকে মানুষ প্ররোচিত হয়; প্ররোচনা থেকে মানুষ পাপাসক্ত হয় এবং পাপাসক্তি থেকে মানুষের আত্মিক জীবনের মৃত্যু ঘটে। তাই বলা যায় যে, মানুষের জীবনে প্রলোভন আসবে। এটা আমাদের জীবনের নিত্য দিনের বাস্তবতা কিন্তু পতিত হওয়াটা আমাদের পাপের দশা, আমাদের মৃত্যুদশা। পতিত না হওয়াটা আমাদের পরিপক্কতা, আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা, আমাদের ঈশ্বরে নির্ভরতা। এই তপস্যাকালে আমরা আমাদের জীবনে সেই দিকগুলোতে নজর দেই যেন আমরা আমাদের পাপের স্বভাবকে কবর দিয়ে পুণ্যতায় পূর্ণতর হয়ে যিশুর সাথে নবোত্থিত হতে পারি।

তপস্যাকাল আত্মিক জীবনে বিকশিত হওয়ার বসন্ত কাল: নবোদিত হওয়ার, জয় করার, অনুগ্রহ লাভের এক বিশেষ কাল হল এই তপস্যাকাল। প্রকৃতি যেমন জড়োসড়ো করে ভাবের, রুক্ষতা, শুষ্কতার অবসানে নতুন প্রাণের হাতছানি নিয়ে আত্মশোভনের প্রত্যয়ে জাগ্রত হচ্ছে তেমনি তপস্যাকালের এ সময় আমাদের আত্মিক জীবনে অন্ধকার থেকে আলোতে জাগরিত হওয়ার এক বসন্ত কাল। কেননা এ সময়ে আমরা যাত্রা করি। আমাদের জীবনে মরুভূমি আবিষ্কার করি। মরুতে আমাদের জীবন তরু কি অবস্থায় রয়েছে তা নির্ণয় করি। যিশুর জীবনের মতো আমাদের জীবনও মরুতে, শুষ্কতায়, হতাশায় প্রলোভন-পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তখন আমি কার শক্তির উপর নির্ভর করি। মুক্তির পথ খুঁজে পাই বা আত্মিক মরণের পথে পা বাড়াই সেই প্রশ্ন নিয়ে আত্মমূল্যায়ন করে তপস্যা করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারি। আমি-আপনি

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দেশের খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলীর বাংলা ভাষায় করণীয়

ফাদার সুশীল লুইস

প্রারম্ভিক কথা- পৃথিবীতে ৩০/৩৫ কোটির মত লোক বাংলায় কথা বলে। সেদিক থেকে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার নিজস্ব গুরুত্ব, ইতিহাস, মর্যাদা, স্থান, ঐতিহ্য, তাৎপর্য, গভীরতা ও সৌন্দর্য রয়েছে। বাংলা ভাষার লম্বা ইতিহাস আছে, তারপরও কতগুলি শব্দ ও সেসবের উচ্চারণ কয়েকশ বছর ধরে চলে আসছে বিদেশী মিশনারীদের মাধ্যমে। তারা সেভাবেই সেগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। অনেক শব্দ তারা অবিষ্কার করেছেন আর দেশের ভাষায় সংযোজন ও প্রচলন করেছেন। আমরা তাদের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মেপুষ্ট ভাষা ও শব্দসমষ্টি পেয়েছি। তারপরেও ফেব্রুয়ারি মাসে বা এ মাস প্রসঙ্গে আমরা প্রায়ই বাংলা ভাষার চর্চা, রক্ষা, উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলে থাকি।

তবে সবিশেষ কথা হল আমরা খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলী ভাষার ক্ষেত্রে কি করছি বা করব সেটা হল বড় কথা। স্বভাষায় ধর্মীয় জ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা খ্রিস্টানগণ গরীব, কখনো কখনো বেশ দুর্বল। নিজেদের ভাল কোন অভিধান, সংস্কৃতি, পুস্তক, ঐশবিদ্যা, মাণ্ডলীক আইন প্রভৃতি বই নেই। নিজেরা কেন নিজেদের মুক্তকোষ, বিশ্বকোষ, ইতিহাস প্রভৃতি বই করছি না বা করতে পরছি না? এসব হল আমাদের দুঃখের করুণ ফিরিস্তি। এসবাস্থানে আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে যেন আমরা এ ক্ষেত্রে আরো ধনী, সম্পদশালী হতে পারি।

কিছু পর্যালোচনা-বাংলাদেশ মণ্ডলীর উচ্চতম প্রতিষ্ঠান-বিশপ সম্মিলনী দেশে নানা ভাগে, পর্যায়ে, দলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। বিভিন্ন কমিশন, আন্দোলন, প্রতিষ্ঠান এর পরিচালনায় আছে। বন্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প যাজক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ বছর হয়ে আসছে। 'প্রতিবেশী' একমাত্র নিয়মিত কাথলিক পত্রিকার আজ প্রায় ৮০ বছর চলছে। পবিত্রআত্মা উচ্চ যাজক বিদ্যালয়ের/সেমিনারীর প্রায় ৫০ বছর হয়ে আসছে, 'আমাদের জননী' মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়সও বেশ পুরাতন হয়েছে, ৭০ বছর চলে গেছে। অবশ্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা অনেক পরে। তাছাড়াও দেশে আমাদের কত কত বিখ্যাত শিক্ষা, পালকীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে মধ্যে মধ্যে কিছু করা হয়েছে তবে আমরা আরো অনেক বেশি আশা করতাম বা করতে পারি। গত কয়েক বছর আগে বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী থেকে ইতিহাস ও ধর্মভিত্তিক একটি পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, তার কাজ অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছিল তার পরেও বিভিন্ন কারণে সেটি ছাপানোর কাজ উপর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

তারপরও অনেক আনন্দ করি, বাংলায় জুবিলী বাইবেল করা হয়েছে, ধর্মীয় অনেক বই করা হয়েছে ভারত থেকে বাংলায়, চট্টগ্রাম থেকে হলিক্রস ফাদারগণ অনেক বই লিখেছেন বিগত শতকের প্রথমার্ধে, ঢাকা ও যশোর থেকে প্রয়াত ফাদার গারেল্লো অনেক বই রচনার কাজ করেছেন, আরো অনেকে বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কিছু বই, পুস্তিকা রচনা করেছেন। তবে বেশির ভাগ হল বিগত শতকে। সবার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন! অন্য আনন্দের বিষয় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, কাথলিক মণ্ডলীর ধর্ম শিক্ষা, প্রাহরিক প্রার্থনা পুস্তক, দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল ও আরো বেশ কিছু সুন্দর বই, পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে সেজন্য কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন! তবে এসবের কিছু কিছু অংশ সুখপাঠ্য ও উন্নত করতে ভাষা বিষয়ে আরো অনেক কিছু করণীয় থাকতে পারে।

বিদেশী মিশনারীগণ বাংলা ভাষাভাষী না হয়েও অনেক করে গেছেন। আমাদের ইংরেজি প্রেম অনেক গুণে বেড়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণের আগমনের ৫০০ বছরের জয়ন্তী করা হয়েছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা বাংলাদেশীরা কত কি করতে পেরেছি বা করছি? সে সেক্ষত্রে আমাদের পরিচয় কেমন, কিরূপ?

প্রথম দিকে বাংলা নাটক অনুবাদ করেন বিদেশী মিশনারীগণ। বাংলা বাইবেল অনুবাদ করেন মিশনারীগণ। ধর্মশিক্ষার বই লিখেছেন বিদেশীগণ। প্রার্থনা বিতান, বাণী বিতান, সংস্কারীয় অনেক বই প্রভৃতির জন্য আমরা আজ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে ভারতের উপর নির্ভর করি। আমার জানামতে সেসব কাজ করেছেন যারা তাদের অনেকে বাংলা ভাষাভাষী নন।

সেসব সেই কোন যুগের কথা। সেযুগে মানুষ কম লেখাপড়া জানতেন, সুযোগ সুবিধা কম ছিল তারপরও তারা অনেক কিছু লিখেছেন। আর আজ দেশ স্বাধীন, বাংলা মাতৃভাষা, দেশ বাংলাদেশ, পালন করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আর আজ আমাদের সুযোগ সুবিধা অনেক, আধুনিক, অনেক মানুষ উচ্চ শিক্ষিত-বিজ্ঞ, লেখালেখি করার অনেক সুব্যবস্থা রয়েছে। আর আমরা আজ কোথায় আছি? বার বার মনে হয় এসব ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। হতে পারে এসব ক্ষেত্রে সদিচ্ছা, পরিকল্পনা ও চেষ্টার অভাব। আমরা কথায়, শব্দে অনেক এগিয়ে গেছি, কিন্তু লেখায়, কাজে তুলনামূলকভাবে কম এগিয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে যেমন, বিভিন্ন ধরনের কীর্তন, নাটক, নাটিকা, গল্প, ছড়া প্রভৃতি। বর্তমানে নিজেদের ভাষার বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে অনেকবার মনে হয় যেন কথা, সমাবেশ, অনুষ্ঠান করে সব শেষ;

কিন্তু উপরোক্ত বিষয়সমূহ লেখায়, একত্র সংরক্ষণে, ছাপানোতে, সহজ প্রাপ্তিতে সুব্যবস্থা করে আমরা কি আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম না? সত্যিই অনেক কিছু করা হয়েছে তবে এযুগে দেশের খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলীর বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিকে আরো ভাল হবার জন্য, করার জন্য বহুবিধ কাজ, চেষ্টা, চিন্তা, পদক্ষেপ প্রভৃতি প্রয়োজন। আর সেসব বিবেচনায় করণীয় ক্ষেত্রে কয়েকটি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আনা অনেক যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

ভক্তজনগণ তথা মণ্ডলীর করণীয় কিছু দিক

ক- আমরা অনেক ইংরাজি শিখি, পড়ি, লিখি, আয়ত্ত করি, কিন্তু কেন নিজেদের ভাষা বাংলাকে বা দেশের অন্যান্য ভাষাকে গুরুত্ব দিব না? ভাষার বিভিন্ন কিছু সংশোধন করব না, ঠিকভাবে শিখব না? নানা পর্যায়ে মুখে অনেক বলা বা প্রচার হলেও, বহু লেখা ছাপা হলেও চিন্তা, পরিকল্পনা ও বাস্তব জীবন অনেক আলাদা। লেখাপড়ায় কত জনের তো বাংলা মাধ্যম একেবারে অপছন্দ, অনেক ভাষার পরে বাংলার স্থান।

- ছোট বড় কর্মস্থল, প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পত্র ও তত্ত্ব লেখা, ইতিহাস সংরক্ষণ করা প্রভৃতি স্থানে অনেকবার খুব স্বচ্ছন্দে ইংরেজীর হল অগ্রাধিকার। অনেকে সেখানে সেভাবে বেশি অভ্যস্ত, কেউ কেউ আবার মনে করতে পারেন সেভাবে না করলে যেন সেখানে মানসম্মান ঠিক থাকে না। তাই প্রতিদিন অনেক কিছুতে ইংরেজীর খুব সহজ ব্যবহার ও যাতায়াত।

ভাষার মাসে একটু চিন্তা করি দেশের খ্রিস্টান সমাজ দেশের ভাষার জন্য কত অবদান রাখছি। রবি ঠাকুর লিখেছেন: "ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে।" তাই ইংরেজি ব্যবহারে অনেকবার সহজে ভাব প্রকাশ করতে পারছি না। সেজন্য জীবনের প্রয়োজনে আমাদের যাদের সামর্থ ও সুযোগ আছে তাদের কমপক্ষে ২ টা ভাষা শিখা দরকার, তার বেশি হলে তো আরো ভাল।

কত মানুষ, কত লেখা-পড়া, কত কথা, কত উৎসব কিন্তু কত কিছুতে আমরা পিছনে পড়ে আছি। আমরা নিজেরা কত প্রতিষ্ঠান চালাই কিন্তু কোন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অনেক কিছু করতে পারছি না? আমাদের সমস্যা কোথায়? না সেখানে ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত, চেষ্টা ও কাজের অভাব। না কি কেউ কেউ বলব ঈশ্বর আমাদের দয়া ও পরিচালনা দেন না? হতে পারে আমাদের দেশে এ প্রসঙ্গে প্রচেষ্টার ঘাটতি আছে। আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে। অনেক সময়, সুযোগ, শ্রম, প্রতিভা, লোক, অর্থ প্রভৃতি চলে গেছে। আর অপেক্ষা করা, সময় নষ্ট করা কোনভাবেই ঠিক নয়। এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মন স্থির করে সঙ্গে সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে কাজে নামতে হবে। সর্বদা সকলকে রঙ্গলাল মহোদয়ের কথা মনে রাখতে হবে: "নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা।"

নিজেরা তাই আগে সঠিক/ভাল বাংলা শিখি তারপর ইংরেজি শিখি, লিখি ও পড়ি। নিজেদের ভাষায় কিছু করতে পারলে, লিখতে পারলে তখন নিজের ভাষায় সব হতে বা থাকতে পারত। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে নিজেদের ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মসাহিত্য, অভিধান প্রভৃতি। অন্য দেশের মানুষ নিজেদের ভাষায় সব করেন; যেমন: ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে। তবে আমরা কেন স্বভাষায় সেসব করতে পারব না? শুনেছি কূটনৈতিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য যোগাযোগ সহজতর করার জন্য চীন দেশে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাষা শিখতে বাধ্য করা হয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, ধর্মতত্ত্ব, আইন-বিচার, চিকিৎসা, দাপ্তরিক, তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম হবার মতো ক্ষমতা বাংলা ভাষার অবশ্যই আছে। সর্বত্র বাংলা ব্যবহারের জন্য শুধু ধারাবাহিক ও সমন্বিত তাগিদ ও কাজ প্রয়োজন।

খ- সেভাবে আমরা যদি চাই বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু করা যাবে। কারণ স্থান-কাল-পাত্রভেদে নিজেদের ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে কত কিছু রচনা করা হচ্ছে। সেসব নিয়ন্ত্রিতভাবে করলে, সমন্বিত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নিলে দেশের জন্য নিজেদের ধর্মের অভিধান, (Encyclopedia) বা এনসাইক্লোপিডিয়া লিখা হতে পারে। আর এটি হল অভিধানমূলক বই প্রস্তুত ও প্রকাশ করা। {যে-কোন এক বা সকল বিষয়েজ্ঞতব্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, জ্ঞানকোষ, বিদ্যাকোষ} মণ্ডলীর সকলে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে কাজ করলে এদেশে ধর্মের বিশ্বকোষ, মণ্ডলীকোষ, ইতিহাস, ঐশতত্ত্ব ইত্যাদি উপহার দেয়া সম্ভব হতো। আমাদের সব সম্ভবনা আছে তবে আমরা কেন পারছি না? এটি কিন্তু চিন্তা ও দুঃখের বিষয়।

দেশে মণ্ডলীর ভক্তদের বিভিন্ন ভাষার পুস্তক পুস্তিকা রচনা করা ও সেসব ভাষা রক্ষা করাও জরুরী। যেমন পাহাড়িয়া ভাষা। সেজন্য সবারই সচেতন ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা প্রয়োজন।

খ্রিস্টভক্তদের প্রচলিত বিভিন্ন মাতৃভাষা গবেষণা ও চর্চা করা, রক্ষা ও বিস্তার করা জরুরী, এসবের জন্য কোন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

গ- বাংলা বই বেশ কঠিন- ধর্মীয় বিদেশী শব্দের অনেক বাংলা শব্দ নেই, অনেক কিছুর প্রকাশ ভঙ্গি অন্য ভাষায় হয়, নিজের বা দেশের ভাষায় হচ্ছে না। আজ অনেক ভাল লেখার দরকার আর তা নিজের ভাষাতেই হতে পারে। ভাষা আজ অনেকটা মৌখিক হয়ে যাচ্ছে, লেখা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আজ শুধু বলে আর বলে, সেসব যেন সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায়। "শব্দের চেয়ে কাজ উচ্চস্বরে কথা বলে" বিশপ টমাস উইলসন। কাজ করতে চাইলে আমরা তার পথ খুঁজে পেতাম। আমাদের কাজ নিজেদের প্রতিদিনকার সাফল্য বয়ে আনবে। কাজ শুরু করলে শেষ করতে হবে- ক্লান্তি আসলেও শেষ করতে হবে অনেক উদ্যমে। এসব বিষয়ে খ্রিস্টান সমাজ ও মণ্ডলীর অনেক গবেষণা, পড়ালেখা, আলোচনা, পর্যালোচনা, চিন্তা, লেখালেখি প্রভৃতি প্রয়োজন। খ্রিস্টান সমাজের প্রতিষ্ঠাবান লেখকের কাছ থেকেই আসতে পারে। তারাই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সকল সামাজিক সমস্যার বিষয়ে ঠিকভাবে লিখতে পারে। শব্দ ভাষা প্রভৃতির জন্য লেখকের উপর নির্ভর করতে হয়। তিনি অনেক সাধনায় নতুন শব্দ ও ভাষার জন্ম দিতে ও সেসব উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, মানুষকে পথ দেখাতে পারেন। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন: ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে। কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়। উল্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।

ঘ- নিজেদের বাস্তবতা ও প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনাচরণ বিষয়ে নতুন অনেক কিছু রচনা করা, প্রকাশ করা দরকার।

ঙ- যেসব বই অনেক আগে থেকে রচিত হয়েছে সেসব সংরক্ষণ করা ও পুনরায় ছাপানোর ব্যবস্থা দরকার।

চ- খ্রিস্টান বিশ্বকোষ, নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি, ইতিহাস, মাণ্ডলীক আইন, দেশীয় ঐশবিদ্যা, দর্শন, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলায় দ্রুত বই প্রকাশ করার উদ্যোগ ও বাস্তব পদক্ষেপ অতি জরুরী।

ছ- স্ব স্ব সংস্কৃতি ও বাস্তবতা অনুসারে নিজেদের উপাসনার বিভিন্ন বই রচনা করা অত্যাবশ্যক।

জ- দিনের পর দিন সমাজে, গ্রামে, প্রতিষ্ঠানে, দলে, মণ্ডলীর বিভিন্ন পর্যায়ে, খণ্ড খণ্ড অনেক লেখালেখি হয় আর সেসব খুব সহজে হারিয়ে যায়, মানুষ অনেকবার সেসব পড়েও না, কয়েকবার সেসব সহজলভ্যও নয় বা সময়মত সেসব খুঁজে পাওয়াও যায় না। তাই প্রকাশিত পত্র পত্রিকাগুলি বই আকারে বা এমনি কয়েকটি বড় বড় কেন্দ্রে একত্রে সংগ্রহ

ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে, সেগুলি পাঠের ব্যবস্থা রাখলে মানুষের অনেক সুবিধা হতো। অনেকে পড়তে, ব্যবহার করতে ও প্রয়োজনে যে কোন ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা সম্ভব। অবশ্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, স্মরণিকা, লেখা ও প্রকাশ বিষয়ে আমরা বেশ এগিয়ে গিয়েছি। সেসব থেকে বেছে ভাল লেখাগুলি নিয়ে খ্রিস্টান অভিধান, মণ্ডলীকোষ, মুক্তকোষ, বাইবেল অভিধান, মাণ্ডলীক আইন, উপাসনা অভিধান প্রভৃতি সংকলন করাও সম্ভব। প্রয়োজনে অনেক কিছু বাদ দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব নিয়ে কাজ করাও জরুরী বলে আমি মনে করি। তবে সেসব রক্ষা করা, একত্রিত করা সাজিয়ে ঠিকভাবে লেখা এক মহা কর্মযজ্ঞ। তাই একাজের দ্রুত বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

ঝ - আমাদের অনুবাদ সাহিত্যও খুব বেশি নেই। এ কাজ ক'রে ক'রে কেন আমরা আমাদের নিজেদের লেখার সম্পদ বাড়াই না? তাহলে অন্য অনেকে জানতে ও পড়তে পারত। যেমন মণ্ডলীর, পোপগণের অনেক দলিল, ধর্মীয় সাহিত্য, সাধুদের জীবনী ও লেখা, খ্রিস্টান জীবন ও বিশ্বাস প্রভৃতি। সেসব ক্ষেত্রেও আমরা বেশ পিছিয়ে।

ঞ - যার যার মাতৃভাষায় গান রচনা করা, সুরারোপ করা, সঠিকভাবে গান করা সেসব তো মাতৃভাষার বিস্তার, যত্ন ও রক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখবে। কারণ এসব সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা নেই তাই খুব সহজে অনেক কিছু হারিয়ে যায়। এজন্য দ্রুত বাস্তব উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিতে হবে।

ট - অনেক মানুষের কাছে লেখার প্রয়োজন যেন আজ আর অনুভূত হয় না। অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, তত্ত্ব বা তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষা করতে, ইতিহাস গড়তে লেখার জরুরী দরকার আছে। ভালো লেখার তো আরো বেশি মূল্য ও চাহিদা। অন্যদিকে বর্তমানে লেখার মানুষের সংখ্যা কম। মনে করি মাতৃভাষায় অনেক কিছু লেখার অভ্যাস ও দক্ষতা থাকতে হবে। অনেক ব্যক্তির এ পথে এগিয়ে আসতে হবে। অনেককে লিখতে হবে আর তত্ত্ব সংগ্রহ করে অনেক অনেক লিখতে হবে কিন্তু যথাযথভাবে সেসব লিখতে হবে। মাথা খাটিয়ে, বুদ্ধি ব্যবহার ক'রে এ পথে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে ইতিহাস, সাহিত্য ও ভাষাচর্চা হবে কি করে? সংস্কৃতি ও সভ্যতাই বা রক্ষা পাবে কি করে?

ঠ - বর্তমানে লেখার শুদ্ধ বানানের গুরুত্ব যেন এক ঐচ্ছিক ও হালকা বিষয় হয়ে আসছে। যার যা খুশি বা যে যা পারে, জানে সে তাই লিখে অনেকবার সেভাবে উচ্চারণও করে। এবিষয়ে কারো যেন বলার, চিন্তার বা সংশোধন করার কিছু নেই। এভাবে বলা-চলা যেন আধুনিক 'ফ্যাশান' হয়ে গেছে। অনেকে এভাবে করাকে, করতে পারাকে আধুনিকতা, উচ্চ শিক্ষা হিসেবে পরিচয় দেয় অন্যদিকে অনেকে আবার এসব গ্রহণ করে এসব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেরা খুশি মনে সেসব করতে স্বস্তি বোধ করে যে, তারা একটি বিশেষ স্তরে বা শ্রেণীতে উঠে গেছে।

ড- সকল কাজে, উপাসনায়, সভাসম্মেলনে, সংলাপে শুদ্ধ বাংলা বলতে ও উচ্চারণ করতে হবে তাহলে ভাষা মানুষের জীবনে সফলতা, মাধুর্য ও অর্থ নিয়ে আসবে।

তবে বড় কথা হল: উপরোক্ত বিষয়গুলি বেশ কঠিন তাই প্রশ্ন আসতে পারে; কারা করবে? কে বা কিভাবে করবে? কখন করবে? এ গুলি হল এক একটি মহা প্রশ্ন। এসব বিষয়ে আরো গভীরে চিন্তা ও আলোচনা করে বিশেষ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাইলে সকলে মিলে ভাষাকে অনেক মর্যাদা দিতে হবে। সেভাবে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করলে, কাজ ও সাধনা করলে অনেক সমস্যা কমে যাবে- ধীরে ধীরে বাংলার বিস্তার, পথ যাত্রা ও সুন্দর পরিচয় আসবে। একজন বিজ্ঞ লোকের একটি বাক্য দিয়ে আমার এ লেখা শেষ করছি: "তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে তোমার নাম মুছে যাক; এ যদি তুমি না চাও, তাহলে এমন কোন কিছু লেখ যা মানুষ মূল্যবান মনে করে পড়বে অথবা এমন কোন কাজ কর যা নিয়ে মানুষ তোমার সম্বন্ধে লিখতে পারে।"

মুখ্য কথা- বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের অমূল্য সম্পদ। সত্যিই দেশী মানুষ হয়ে আমরা কি কিছু করতে পারব না? তবে আমাদের ভালোর জন্য আমাদের পথ খুঁজে বের করতে হবে। ভাষা শুধু জানার চেয়ে ভাষা ভাল হওয়া বেশি দরকার। ভূদেব লিখেন: "শিশুর পালন যথা মা বাপের কর্ম, সমাজ পালনে তথা ভাষা আর ধর্ম। ধনজন, স্বাধীনতা গেলে থাকে আশা, আশা নাই যায় যদি ধর্ম আর ভাষা।" আমাদের মন, দৃষ্টিভঙ্গী, চেতনা, চিন্তা, ধারণা প্রভৃতি বদল করে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। মাতৃ ভাষা দিবসে, ভাষার মাসে সমাজের সবার ব্রত হোক ভাষা সৈনিকগণের আত্মদান মূল্যায়ন করে সাহস ও ঝুঁকি নিয়ে উর্দূর মত ক্রমবর্ধমান ইংরেজি প্রীতি ছেড়ে দেশীয় ভাষাকে গুরুত্ব ও মনোযোগ দেয়া, ভাষা ভালবাসা, শুদ্ধভাবে ভাষা জানা, নিজের ভাষাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করা। আমাদের ভাষা তো দুর্বল, রিক্ত-দরিদ্র নয়, সম্পদহীন নয়। এ ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে তার সকল সম্পদ আবিষ্কার ক'রে সেসব অন্যদের জানালে সবাই অভিভূত হবে। তবে কেন মানুষের এ মনোভাব? আর এভাবে তারা নিজের মা ও মাতৃভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে আর নিজ মুখে মা ও দেশের দীনতা আরোপ করে। আশা করি অন্যান্য ভাষার মতো বাংলায় সুন্দর আরো অনেক কিছু লিখা হবে, বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ বিদেশী ভাষা সম্মানের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করব তবে কোন ভাষার "দাসত্ব" করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাঝে মাঝে ভাষা শহীদদের প্রতি ও মাতৃভাষার প্রতি সম্মান যেন কোথায় হারিয়ে যায় বা ঝাপসা হয়ে যায়। সবার প্রতি বিনম্র অনুরোধ, বালুর বস্তার মত কথার বস্তার উপরে আর কথার জল ঢালবেন না, তা আর ভারী করবেন না, নিজেরা কিছু কাজ করে, গবেষণা, লেখালেখি করে ভাষার অমূল্য সম্পদ বাড়িয়ে তুলুন। বড় বড় কথার সভা কমিয়ে যেন কোন এক বিশেষ দলের বা কিছু ব্যক্তির দায়িত্বে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করি না? অবশ্যই সুফল আসবে। আমাদের উচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিলে অনেক সুফল ও সার্থকতা আশা করা যাবে। বর্তমানে আমরা ভাল কাজ করলে ভবিষ্যত বংশধর আমাদের সেসব কাজ লেখা শ্রদ্ধা-আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করবে, পড়বে, বলবে, কৃতজ্ঞতা জানাবে। ভাষাকে সুন্দর ও বিশ্বে সুপরিচিত করতে আমাদের সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে, সংস্কৃতিতে, মনে, শিক্ষায় বাংলা প্রীতি জাগিয়ে আমরা এ ক্ষেত্রে কাজ করলে ধীরে ধীরে সফলতা আসবে বাংলায় অনেক বই লিখিত হবে আমাদের পড়ার সব বিষয় আস্তে আস্তে বাংলায় পাওয়া যাবে। আমরা বাস্তবে তা দেখার অপেক্ষায় থাকলাম॥ ❑

ভুল সংশোধনী

বড়দিন সংখ্যা-২০২০ খ্রিস্টাব্দ :

৯৯ নং পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের প্রথম থেকে ২৪ তম লাইন থেকে শুরু করে ১০০ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের প্রথম থেকে ১০ লাইন পর্যন্ত বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

সংখ্যা-০৫, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ :

১৩ নং পৃষ্ঠার ছবির নিচে 'ছবিতে ফাদার হেনরী রিবেরু'র সাথে লেখিকা' এর স্থলে 'ছবিতে ফাদার হেনরী রিবেরু'র সাথে সিস্টার নিবেদিতা এমএমআরএ' পড়তে হবে।

অনাকাঙ্খিত এই ভুলের জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত

- সম্পাদক,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বাংলা আমার মাতৃভাষা

ডোনাল্ড স্যামুয়েল গমেজ

বাংলা, বাঙলা কিংবা বাঙ্গালা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। সারা বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটির অধিক লোক প্রাত্যহিক জীবনে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ভাষা এবং মাতৃভাষায় সংখ্যার বাংলা, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের চতুর্থ ও বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। সাত হাজার বছর পুরানো এই ভাষাই একমাত্র ভাষা যাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ থেকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। আর এই দেশটির নাম "বাংলাদেশ"। আর এই দেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বা সরকারি ভাষা বাংলা। যদিও অনেকে মনে করেন ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা, কিন্তু তা মূলত অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ভাষা। বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপতকায় সরকারি ভাষা বাংলা। এছাড়াও ভারতের ঝাড়খান্ড, বিহার, উড়িষ্যা, মেঘালয়, মিজোরাম রাজ্যগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমান বাংলা ভাষা-ভাষি মানুষের বসবাস। মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা, ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের বিপুল পরিমাণে বাংলাভাষী অভিবাসি রয়েছে। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও আজকের অবস্থান সম্পর্কে যদি আমরা জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করি তাহলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার দিকে আমাদের দৃষ্টি ক্ষেপন করতে হবে।

সুদূর ইউরোপ থেকে কিছু লোক ১৬০০শত খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে বেড়াতে এসে ইন্দো-আর্য, ইরানি ও ইউরোপিয়ান ভাষার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য খুজে পান। টমাস স্টিফেন, যিনি ছিলেন একজন জেযুইট মিশনারী ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে তার ভাই কে লিখা একটি পত্রে এবং ফিলিপ সাজেত্তি, যিনি ছিলেন একজন বনিক ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে এই ভারত ও ইউরোপিয়ান ভাষা সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে সংস্কৃত ও ইতালিয়ান শব্দে। কিন্তু তারা কেহই এই বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে অনুসন্ধান করেননি। কিন্তু ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে ডাচ পণ্ডিত ও ভাষাবিদ এম জি ভ্যান বক্সহর্ন নিশ্চিত করেন যে বিভিন্ন দিক থেকে এশিয়া ও ইউরোপের ভাষার সাথে মিল রয়েছে এবং তারা একই ভাষা উৎস থেকে উদ্ভুত। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, রাশিয়ান, গোতিক, কেল্টিক ইত্যাদি ভাষার মধ্যে তুলনা করা হয় এবং এদের গঠন, প্রকৃতি ও প্রকাশ বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় এই ভাষাগুলো একই সূত্রে বাধা। এই সূত্রটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা যা সর্ব প্রথম ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স বোপ নামক একজন জার্মান উল্লেখ করেন। তাই এদের বলা হয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার। এই ভাষার অনেকগুলো শাখা রয়েছে কিন্তু তা দুটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশ হচ্ছে "কেন্তম" এবং অন্যটি "শতম"। ল্যাটিন ভাষায় "কেন্তম" শব্দটির অর্থ হচ্ছে এক শত। এটি ওয়েস্টার্ন অংশ। যার অন্তর্ভুক্ত

ভাষাসমূহ: ইতালিক, এনাটোলিয়ান, জার্মানিক, টোকারিয়ান, ক্যেলটিক এবং হেলেনিক। এসকল ভাষাগুলোর মধ্যে কিছু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে, জোরো এস্ট্রিন এর এভাস্তান ভাষায় "শতম" শব্দটির অর্থ হচ্ছে এক শত। এটি ইস্টান অংশ যার জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে। এই শতম ভাষার ৫টি শাখা রয়েছে যেমন - স্লেভিক, ইন্দো-ইরাণীয়ান, আরমানিয়ান, বাল্টিক ও আল্বানিয়ান। কেন্তম ভাষার ন্যায় এই ভাষাগুলোর কিছু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ইস্টার্ন অংশে বিলুপ্ত হওয়া ভাষার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তন্মধ্যে ইন্দো-ইরানীয়ান শাখা আমাদের আগ্রহের কেন্দবিন্দুতে রয়েছে। কারণ, এই শাখার আওতাধীন ইরান, শ্রীলংকা ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশের ভাষা ও উপ-ভাষা। এটি আর্য ভাষা নামেও পরিচিত। প্রায় এক হাজার বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে শতম ভাষা রূপান্তরিত হয় আর্য ভাষায়। যদিও তখনো ভারতবর্ষে আর্য ভাষা চল হয়ে উঠেনি। এই ইন্দো-ইরানীয়ান ভাষা পরিবারকে চারটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হয়েছে যথা- দার্দিক বা দার্দিয় ভাষা, নুরিস্তানীয় দার্দিক বা দার্দিয় ভাষা, ইন্দো-আর্য ও ইরানীয়ান। সংখ্যালঘূ মানুষের ভাষা বিধায় দার্দিক ও নুরিস্তানীয় দার্দিক ভাষা নিয়ে গবেষণা এখনো বিদ্যমান। কিন্তু ইন্দো-আর্য ও ইরানীয়ান ভাষা ব্যাপক আকার ধারন করেছে। সংস্কৃত, বেলুচি, গুজরাটি, বাংলা, হিন্দি, উর্দূ, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, মারাঠি, মৈথালি, নেপালী ইত্যাদি ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষার উদাহরণ। আবার, দারি, ফার্সি, পোস্তো, কুর্দিশ ও তাজিক ইরানীয়ান ভাষার অন্তর্ভূক্ত। ভারত উপমহাদেশে আর্য ভাষার চল শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে যখন আর্য জাতি ভারতবর্ষে আসেন। পরবর্তি ৩০০ শত বছরে উপমহাদেশের সংস্কৃত ভাষার ছোঁয়া লেগে অনেক সংস্কৃত শব্দ আর্য ভাষায় যুক্ত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্য ভাষা রূপ নেয় প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় না ইন্দো-আর্য ভাষায়। পরবর্তীতে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে এই ভাষা আঞ্চলিক মানুষের আগ্রহে ও চর্চায় প্রচীন ভারতীয় আর্য কথ্য রূপ ধারন করে যা আদিম প্রাকৃত নামেও পরিচিত। পরবর্তীতে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৪৫০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে আদিম প্রাকৃত ভাষার রূপান্তরের মাধ্যমে জন্ম হয় প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত, গৌড়ি প্রাকৃত বা মাগধী প্রাকৃত ভাষার। গৌড়ি প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃতের পূর্বরূপ। এই ভাষাগুলোর পরবর্তী ঐতিহাসিক রূপান্তরীত ধাপ হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষা। আর এই মাগধী অপভ্রংশ হতেই ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে। প্রাক্কালে অবশ্য বাংলা ভাষা শতভাগ বর্তমান রূপের ন্যায় ছিল না। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় উদ্ভবের সময় থেকে আজ অবধী বাংলার ঐতিহাসিক রূপান্তরকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা হয়। যথা - ৯০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে প্রচলিত বাংলাকে বলা হয় প্রাচীন বাংলা, ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে প্রচলিত বাংলাকে বলা হয় মধ্য বাংলা এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময় অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যে বাংলা ভাষা আমরা ব্যবহার করি তাকে বলা হয় আধুনিক বাংলা বা আধুনিক বাংলা ভাষা।

ভাবার বিষয় এই, আমরা আমাদের মাতৃ ভাষাকে কতটুকু গুরুত্ব দেই? এ ভাষাকে আমরা কতটুকু সম্মান করি? প্রায়শই দেখা যায় বাংলা ভাষাকে নিয়ে অনেকেই ব্যঙ্গ করেন যা কখনোই কাম্য নয়। বিশ্বের যে সকল ভাষা পারদর্শিতা আমাদের গর্বিত করে, সেই ভাষাগুলোর উৎপত্তি আর বাংলা ভাষার

উৎপত্তি একই স্থান থেকে। এরা একই ভাষা পরিবারের সদস্য। অনেক সমৃদ্ধ ও গাঠনিক দিক থেকে অনেক উন্নত। চীনা, স্প্যানিশ, ইংরেজী, হিন্দি-উর্দু, আরবী ও পর্তুগীজ ভাষার পরেই বাংলা ভাষার স্থান। অথচ আমরা কখনো কখনো বাংলায় কথা বলতে বা আমরা যে বাংলা ভাষাভাষী তা মানুষকে জানাতে সঙ্কোচ বোধ করি। যদিও আঞ্চলিকভাবে বাংলার কথ্য রূপে ভিন্নতা রয়েছে আমরা আবার ইন্ডিয়ান বাংলা ও বাংলাদেশী বাংলা নামে বাংলাকে আলাদা করে তৃতীয় মাত্রা যোগ করেছি। পারতপক্ষে, কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা ভাষাকে ও মাতৃভাষাকে নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করে এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালিন পশ্চিম পাকিস্থানের ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের বিরোধীতা করে যারা বাংলা পরিবর্তে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা না করতে দেয়ার জন্য শহীদ হয়েছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্ববাসীকে তাদের মাতৃভাষা ও ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বিষয়ে সচেতনতার চিহ্ন স্বরূপ জাতি সংঘ ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি (শহীদ দিবসকে) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। বাংলাদেশের শহীদ মিনারের ন্যায় এ্যাষফিল্ড পার্ক সিডনি, অস্ট্রেলিয়াতে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে। এর পরেও কি আমাদের মাতৃভাষা আমাদের গর্ব করার মত বিষয় হয়ে উঠবে না?

যদিও পৃথিবীর বহু মানুয়ের ভাষা এই বাংলা, বাংলা সাহিত্য পৃথিবীতে সমাদৃত, তবুও আমাদের অজ্ঞতা ও অনাগ্রহ বাংলা ভাষাকে বিশ্বে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি। তার উপরে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা বাংলার উপরে প্রভাব বিস্তার করে বাংলা ভাষাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। বিশেষ করে ইংরেজী, আরবী ও উর্দূ। শুধু তাই নয় সংস্কৃতিতেও এদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি স্বরূপ। শতকরা হারে বাংলার ব্যবহার ও বাংলাভাষী দিন-দিন হ্রাস পাচ্ছে। ধর্মীয় জটিলতা তো আছেই। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বসবাসের এলাকায় বহিরাগতদের আক্রমন, শাসন ও শোষণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যেও একটি আশার বাণী হচ্ছে এই বাংলা ভাষাভাষী মানুষ পৃথিবীর যে অঞ্চলে যাক সেখানে মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন তা অনেকেরই আগ্রহের বা কৌতুহলের বিষয় হয়ে উঠে, এবং এক পর্যায়ে দেখা যায় তারা তা শিখতে শুরু করেন। আর ভাবের আদান-প্রদান করেন। যা আমাদেও জন্য খুবই আনন্দের। পরিশেষে, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। চলুন আমরা সকলে গর্বের সাথে দৃঢ়তা রেখে বলি "আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, বাংলার জয় হোক!"॥ ❑

ভাষা যদি হয় ভাসা ভাসা

(১১ পৃষ্ঠার পর)

পড়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছিলেন। মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা হবে না মনে করে বিদেশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিধিবাম! বিদেশীরা মাইকেল মধুসূদনের সৃষ্টিকে গ্রহণ করলো না। অবশেষে বোধোদয় হয়। ফিরে আসেন মাতৃক্রোড়ে; শুরু করেন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা। যে ভাষাকে ভাসা-ভাসা ভেবেছিলেন সে ভাষায় সনেট ও মহাকাব্য রচনা করে হয়ে উঠেন মহাকবি।

সন্দেহাতিতভাবে বলা যায়- ভাষার মৃত্যু আছে। প্রতিনিয়ত ভাষার মৃত্যু হচ্ছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টাই এর জীবন্ত উদাহরণ। যদি সেই সময় পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভবপর হতো তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার মৃত্যু হতো। সরকারী পর্যায় থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত উর্দূ নামক বিদঘুটে একটি ভাষায় কথা বলতো বাংলা ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে। প্রকৃতিগতভাবে ভাষার মৃত্যু হয়। কিন্তু জোর করে ভাষাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দেই সম্ভব হয়েছিলো। বাংলা ভাষার মৃত্যুর সাথে সাথে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মৃত্যু ঘটতো। বাঙালি সব সময় ভাষাকে ভালবেসেছে; আর তাই ভাষার জন্য প্রাণ দেবার নজির এদেশেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দুঃখ হয় তখন যখন বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষায় কথা বলায় অনেকে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। অবশ্যই একাধিক ভাষা জানা ভালো তবে নিজের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে তা কখনো হতে পারেনা। নিজের ভাষা যদি ভাসা-ভাসা জানি তাহলে ভাষার গৌরব একটুও কমবে না বরং নিজের সম্মানহানি হবে এতে নিশ্চিয়তা রয়েছে। তবে সত্য কথা- ইদানিং ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা ভাষার পাঁচ-মিশালীতে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য হারিয়ে যাবার পথে। বাংলা ভাষার মধ্যে যে প্রাচুর্য ও মাধুর্য আছে তা অবলোকন করতে পারলেই বাংলা ভাষা আর নিজের কাছে ভাসা ভাসা মনে হবে না। বরং অন্য ভাষার গোলামী ত্যাগ নিজের মাতৃভাষার যথাযথ চর্চা করে আত্মতৃপ্তি লাভ সম্ভব হবে॥❑

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গ্রামঃ চড়াখোলা, পোঃঅঃ কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর, বাংলাদেশ।

রেজিঃ নং -১৩, তারিখঃ ২২/০৯/২০০৪ খ্রীঃ (সংশোধিত-৩০, ২০১২ খ্রীঃ) স্থাপিতঃ ৩১/১০/২০০৩

১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক বৎসরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা **চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৫ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩ টার সময় চড়াখোলা ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অত্র সমিতির ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

কমল উইলিয়াম গমেজ
চেয়ারম্যান
চ:খ্রী:কো:ক্রে:ইউ:লি:

রিগ্যান এম পেরেরা
সেক্রেটারি
চ:খ্রী:কো:ক্রে:ইউ:লি:

বিজ্ঞ/৪১/২১

ভাষা যদি হয় ভাসা ভাসা

সাগর কোড়াইয়া

এই লেখাটির নামকরণ একটু ভিন্ন! অর্থ একেকজন একেকভাবে চিন্তা করতে পারে। তবে সত্যটা হচ্ছে নিজের ভাষাকে হালকাভাবে নেবার কোন সুযোগ নেই। নিজ ভাষাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে সঠিক, সুন্দর এবং শুদ্ধ চর্চা করাটাই শ্রেয়। বিশ্বের প্রতিটি ভাষার আলাদা সৌন্দর্য আছে। আর সে সৌন্দর্য প্রকাশ করে সে দেশের সামগ্রীক প্রাচুর্য। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য রক্ত দিয়েও বুঝি কোন কাজ হয়নি। বাংলা ভাষার সৌন্দর্যময়তা আমাদের দোষ ও অবহেলার জন্য আজ মুখ লুকাতে ব্যস্ত। এটি শুধুমাত্র কতিপয় ঘটনার জন্য স্পষ্টতর নয়; বরং ঘটনার ঘনঘটা প্রতিনিয়ত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের সর্বস্থানেই লক্ষ্যণীয়। বাংলা ভাষা যদিওবা এপার-ওপার উভয় বাংলায়ই প্রচলিত, তবুও বাংলা ভাষা কেন যেন অবহেলিত। বাংলা ভাষাকে তুচ্ছ করার চিত্র সর্বত্র। আজ বাংলা ভাষা কোন পথে! বাংলা ভাষার ভবিষ্যত কি! ভাষা নদীর স্রোতের মতো পরিবর্তনশীল সত্যি কিন্তু জোর করে পরিবর্তন আনয়ন বাংলা ভাষা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে কি! এ প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে ঠিকই কিন্তু এদেশের জনগণ নিজ ভাষাকে নিয়ে কতটুকু ভাবে সে বিষয়টা প্রশ্নবিদ্ধ। আবার একটি ভাষা আন্তর্জাতিক মহলে কতটুকু স্থান দখল করে নিতে পারলো তা প্রকাশ পায় সে ভাষায় সৃষ্টিশীলতা দেখে। বাংলা ভাষার বুদ্ধিজীবী মহলই এক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন। পৃথিবীতে অনেক ভাষা রয়েছে যে ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা সীমিত। কিন্তু সে ভাষার প্রাচুর্য অত্যাধিক। বাংলা ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। বাংলা ভাষার প্রাচুর্যও অধিক। শব্দ সংখ্যা অন্যান্য ভাষার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের ভালবাসা পরিসংখ্যানে সীমিত এবং এই ভাষায় সৃষ্টিশীল কাজ কমই বলতে হয়।

ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ভাষার মাস। ফেব্রুয়ারি এলেই কেমন যেন ভাষার প্রতি ভালবাসা উথলে ওঠে। সারাটি বছর ভাষার প্রতি ভালবাসা পালিয়ে থাকে। অনেকেই হয়ে উঠি ভাষা বিদ্রোহী আর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে ভাষাযোদ্ধা হয়ে ওঠার চিত্র লক্ষণীয়। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে কতিপয় পিতা-মাতার মধ্যে নিজ সন্তানকে বাংলা ভাষার বদলে বিদেশী ভাষা শিখানোর লম্ফ-ঝম্ফ দেখলে। বিদেশী ভাষাপ্রীতি কখনোই মন্দ কিছু নয়। নতুন একটি ভাষার প্রতি দক্ষতা অর্জন অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু বিদেশী ভাষাপ্রীতি নিজ মাতৃভাষাকে অবহেলা করে দেখাতে হবে তা অগ্রহণীয়। নিজ মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা আর বিদেশী ভাষাপ্রীতি যেন নিজের সাথে নিজেরই প্রতারণা। তথাকথিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দৌরাত্ম দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। পিতা-মাতা-অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সন্তান ও শিক্ষার্থীদের মাথার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব যেভাবে প্রবেশ করাতে পেরেছে সেভাবে কিন্তু বাংলা ভাষাপ্রীতি প্রবেশ করাতে ব্যর্থ। দোষ কাকে দেবো! বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে অবস্থান করছে যে, ইংরেজি শিক্ষা ব্যতিত ভালো এবং উচ্চমানসম্মত বেতনযুক্ত চাকুরী অসম্ভব।

ঢাকা শহরের একটি বাসায় দুইজন ছাত্র-ছাত্রীকে ছয়মাস পড়ানোর সুযোগ হয়েছিলো। দুইজনই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করে। সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পেরে পিতা-মাতাদের মধ্যে অত্যাধিক তৃপ্তি। নিজেদের সম্মান যেন বৃদ্ধি পেয়েছে এ রকম অবস্থা! অস্বীকার করার উপায় নেই ছাত্র-ছাত্রী দু'জনই ইংরেজিতে বেশ দক্ষ। একদিন কৌতুহলবশত দুজনকে বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। অবাক হলাম- দুজনই বাংলা ঠিকমত পড়তে পারে না। অত্যাধিক কৌতুহলবশত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে জানালো, রবীন্দ্রনাথের নাম তারা এই প্রথম শুনেছে। সন্তানদের দোষ দেবার কিছুই নেই। পিতা-মাতাগণ নিজ সন্তানদের মাতৃভাষার আসল স্বাদ আহরণে বঞ্চিত করেছে সন্দেহাতীত। বাংলা ভাষার আরেকটি সৌন্দর্য রয়েছে- জেলাভেদে বাংলা ভাষার আঞ্চলিকতা। জানি অনেক দেশের ভাষায় এলাকাভেদে ভাষার আঞ্চলিকতা রয়েছে তবে বাংলা ভাষার মতো প্রতিটি জেলায় আছে কিনা জানা নেই। বাংলা ভাষার এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয় অন্তর থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক পিতা-মাতা নিজস্ব অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিকতা সন্তানদের শিখতে দিতে চান না। সন্তানদের সামনে কেউ আঞ্চলিকতায় কথা বললে অনেক পিতা-মাতাই রাগ করেন। তাদের ধারণা- গ্রামের আঞ্চলিকতা অশিক্ষিত-মূর্খদের জন্য। আঞ্চলিকতা শিখলে সন্তান গেয়ো হয়ে উঠবে। সন্তানদের শহুরে করে তোলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাদের প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়। কিন্তু হাসি পায় যখন দেখি সন্তানরা না শিখলো তথাকথিত শুদ্ধ আবার না জানে আঞ্চলিকতা। তখন দুটো মিলে এমন একটি খিঁচুরী জাতীয় কিছু হয়ে ওঠে যা সত্যিই পিতামাতার জন্য লজ্জাজনক! এ যেন হয়ে ওঠে নিজের মাতৃভাষাটাকে ভাসা ভাসা জানা। আঞ্চলিকতা জানা কোন খারাপ কিছু নয় বরং নিজ ভাষার প্রতি ভালবাসাই প্রকাশ পায়।

ইদানিং বিবাহ বা কোন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র ইংরেজীতে লেখার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। আমন্ত্রণপত্রে বাংলা শব্দের কোন টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকে আবার আত্মশ্লাঘায় ভুগে, ভাবে, ইংরেজীতে নিমন্ত্রণপত্র লিখলে নাকি উচ্চমার্গীয় বলে মনে হয়। কিন্তু এটা যে মা, মাটি, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সাথে প্রতারণা বৈ আর কিছুই নয় সেটা বুঝতে পারে না। উচ্চমার্গীয় হবে কি, নিম্নমার্গীয় পর্যায়ে পড়ে কিনা সন্দেহ! যদি কেউ বাংলা ভাষা না জানে ও বুঝে তাদের জন্য ঠিক আছে। কিন্তু যেখানে শতভাগ নিমন্ত্রিত অতিথিই থাকে বাঙালি সেখানে ইংরেজীতে লেখার কোন যুক্তি নেই। এ ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বলা যায়- তাদের জন্য হয়তো মাতৃভাষা ভাসা ভাসা বলেই মনে হয়। ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরও আমরা বাঙালিরা এখনো অন্য ভাষার গোলামী করে যাচ্ছি। যেখানে আইন করেও অন্য ভাষায় প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনা বন্ধ করা যায় না সেখানে ভাষাপ্রীতি জাগ্রত হবে না তা নিশ্চিত। দেশের সর্বত্র দোকানপাট, মার্কেট, রেস্টুরেন্টগুলোর নামকরণে ইংরেজী শব্দের অযাচিত ব্যবহার। এখানেও সেই ইংরেজি শব্দ পেস্টিজের বিষয়! প্রেস্টিজের দোলাচালে

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্মৃতিতে ফাদার যোসেফ পিশাতো

অমিয় জেমস এসেনসন

নশ্বীন বরণ অনুষ্ঠানে মঞ্চের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, আমার নাম ফাদার পিশাতো। অনেকে আমাকে পিশাতো ভাই বলে। তোমরা যদি আমাকে পিশাতো ভাই (পিসির ছেলে) বল তবে তোমরা আমার মামাতো ভাই। আর কলেজের প্রথম দিনই নবাগত ছাত্র ও অভিভাবকগণের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যেত। পরম শ্রদ্ধেয় ফাদার যোসেফ স্টিফেন পিশাতো সিএসসি, নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় এভাবেই সহজ সরল আন্তরিক ভাষায় কলেজ পরিবারে সকলকে বরণ করে নিতেন। আমেরিকান মিশনারী এই ফাদার তার জীবন-যৌবন বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মাটিতে তার প্রথম পর্দাপণ। তারপর মাঝেমধ্যে স্বল্প সময়ের ছুটিতে নিজ দেশ আমেরিকায় গেলেও তার মনপ্রাণ বাংলাদেশ। তিনি তিন দশকের বেশি সময় কলেজের পদার্থ বিদ্যা বিভাগে পড়ানোর পাশাপাশি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে পূর্ণ করেছেন দুই যুগ।

অন্যান্য ধর্মপল্লীর মত নাগরী ধর্মপল্লীতেও ছোট বেলায় বছরে দু-একবার ফাদার পিশাতোকে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে দেখেছি। তবে তাকে কাছে থেকে দেখতে শুরু করি ১৯৮৯-এ যখন কলেজে ভর্তি হয়ে একই ক্যাম্পাসে মার্টিন হলে থাকা শুরু। দুইবছর পর তার অধীনে কলেজ অফিসে কাজ করা।

একই ক্যাম্পাসে থাকার কারণে আমরা যারা মার্টিন হলে থাকতাম তাদের সাথে অন্যদের তুলনায় ফাদারের একটু বেশি দেখা সাক্ষাৎ হত। তা ছাড়া মাঝেমধ্যে তিনি আমাদের শনিবারের রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করতেন। বছরের দু-একবার মার্টিন হলের "বড় খানা" ও অন্যান্য সম্মেলনে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দিতেন।

ফাদার পিশাতো কলেজের একজন অভিভাবক হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ছাত্রদের পড়াশোনা এবং তাদের প্রয়োজনটিই তিনি সবমসয় বড় করে দেখতেন। একসময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় বছরের নানা সময় ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাটা একটা নিয়মিত বিষয় হয়ে গিয়েছিল। তারপরও কোন কারণেই পরীক্ষা বা সাপ্তাহিক কুইজ সহজে বাদ দিতে চাইতেন না তিনি।

পড়াশোনার পাশাপাশি মার্টিন হলের ছাত্রদের কলেজের নানা কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। নাইট স্কুলে শিক্ষকতা থেকে শুরু করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা- সব ধরনের কাজ করা। জীবন গঠনে এসকল কাজ আমাদের জন্য বিশেষ অবদান রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি ছিল মাঝে মধ্যেও সাপ্তাহিক ছুটির সময় পালা করে ম্যাথিস হাউজে গার্ডের কাজ করা। একটি টেবিলে বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করা এবং পাশাপাশি গার্ডের দায়িত্ব পালন করা। বছরে অত্যন্ত দু-একবার আমরা শুনতাম যে গার্ডের খাতাবই

তার টেবিল থেকে রাতে উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাতের শেষভাগে যার পালা ছিল তার বইপত্র টেবিল থেকে উধাও হয়েছে। পরে জানা যেত ভোর বেলা ফাদার পিশাতো যখন কলেজ ক্যাম্পাসে দৌড়াতো তখন কাউকে ঘুমাতে দেখলে তার টেবিল থেকে বইপত্র নিয়ে লুকিয়ে রাখতেন, প্রমাণ হিসেবে বুঝার জন্য যে সে ঘুমাচ্ছিল। পরে পরিচালকের মধ্যদিয়ে সেই বইখাতা ফেরত পাওয়া। তবে সাবধান করা ছাড়া ঘুমানোর জন্য তেমন বড় কোন শাস্তি পেতে হয়েছে বলে আমি শুনিনি।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর কলেজ অফিসে কাজ করার সুযোগ পেলাম ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের শেষে। আমরা কয়েক জন বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার পাশাপাশি কলেজ অফিসে বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করতাম। আমার নিয়োগ হল অমূল্য দা'র সঙ্গে কম্পিউটার সেকশনে। বাংলাদেশে তখন কম্পিউটারের বিস্তার শুরু। তখন কলেজে আইবিএম কম্পিউটার এক্সপার্ট জেনেভা দা এবং অ্যাপেল কম্পিউটার এক্সপার্ট অমূল্য দা। ফাদার পিশাতোর নির্দেশনায় শুরুতেই আমি বেশ কয়েক মাস বিজয় নগরের সাইটেক কোম্পানিতে একটি প্রজেক্টে ডাটা এন্ট্রি ও জি,আই,এস, প্রজেক্টে কাজ করে অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস দুটোই অর্জন করলাম।

তখন থেকেই কলেজের সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হওয়া শুরু হল। এভাবেই কম্পিউটার আস্তে-আস্তে হয়ে গেল অতিপ্রয়োজনীয় অফিস ইকুইপমেন্ট। অফিসের প্রায় সবাই কম্পিউটারে তাদের কাজ করতে শুরু করল। কম্পিটারের সঙ্গে- সঙ্গে যোগ হল কয়েক প্রকারের প্রিন্টার্স এবং ফটোকপিয়ার মেশিন। যন্ত্রপাতি থাকলে তা বিকল হবে তাই স্বাভাবিক। তবে আমাদের একটু বেশি সচেতন থাকতে হত। যখন ফাদার পিশাতো এসে বলবে 'প্রিন্টার প্রিন্ট করে না বা কম্পিউটার ঠিকমত কাজ করে না' তখন এর মানে খুঁজতে আমাদের আরও একটু এগিয়ে ভাবতে হত। অর্থাৎ আগে থেকেই কেন আমরা বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেইনি এবং বেকাপের ব্যবস্থা করিনি বা প্রয়োজনীয় সাপ্লাই কিনে রাখিনি।

টাকা পয়সা খরচের ক্ষেত্রে অত্যন্ত হিসাবি ছিলেন তিনি, কিন্তু কোন কিছুর প্রয়োজনে কখনও কার্পণ্য করতেন না।

নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ফাদার পিশাতো বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর শিক্ষা কমিশনেও জড়িত ছিলেন। সে দিক থেকে তিনি কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে। কাথলিক সেবাদল (পরে যুব কমিশন) পরিচালিত বিভিন্ন যুব কার্যক্রমের অন্যতম অংশীদার নটর ডেম কলেজ। নিজে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে এসকল কার্যক্রমকে সবসময় উৎসাহিত করেছেন তিনি।

অন্যদিকে কলেজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাব ও খেলাধুলার আয়োজনে ফাদারের বিশেষ অনুপ্রেরণা কাজ করত। প্রায় সারা বছর ধরেইতো কলেজ ক্যাম্পাস ব্যস্ত থাকে একটার পর একটা উৎসব বা ক্লাবের কার্যক্রম নিয়ে। রয়েছে বিভিন্ন খেলাধুলা। প্রতিটি আয়োজনে হাস্যোজ্জ্বল উপস্থিতি তার। বর্তমানে কলেজের ২৪টি ক্লাবের মধ্যে নটর ডেম ডিবেটিং ক্লাব বাংলাদেশের প্রথম ক্লাব যা বির্তক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্যদিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে অন্যতম ভূমিকা রাখছে। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার ৬৭ বছর পার হয়ে গেছে।

অনেক স্মৃতির মধ্যে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজের গোল্ডেন জুবিলী একটি অন্যতম বিষয় আমার জন্য। যেহেতু এটা একটা বড় আয়োজন ছিল তাই আলাদা একটি অফিস সেট করে তার সেক্রেটারীর দায়িত্ব দেয়া হল আমাকে। ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা তখন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। জুবিলী সংক্রান্ত বিষয়ে ফাদার পিশাতো নেতৃত্ব দিয়েছেন। জুবিলী লগো তৈরী থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানসূচী, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সবই ঠিক করেছেন কমিটির সঙ্গে

থেকে। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র যারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত তাদের নিয়ে কয়েকবার সভাও হয়েছে জুবিলী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। ফাদার পিশাতো কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সবচে বড় যে কাজটি করেছেন তা হল জুবিলী উদ্‌যাপনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। স্যারদের কাছ থেকে শুনেছি ফাদার পিশাতো যখন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন তখন কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা তাকে দেখে অভিভূত হয়েছেন এবং কমবেশি সবাই সাড়া দিয়ে তহবিলে তাদের কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন। এই তহবিলের বড় একটি অংশ ব্যয় হয়েছে জুবিলীর ম্যাগাজিন প্রিন্টিং-এ। দশ হাজারের বেশি প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র এবং তাদের পরিবার তিনদিনের এই উৎসবে শরীক হয়েছিল। কলেজ ক্যাম্পাসে যেন পা ফেলার জায়গা ছিল না। এক সঙ্গে এতো লোকের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মানিত প্রয়াতঃ প্রিয় নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী যাকের ও তার নাট্যদল নাটক মঞ্চায়ন করেছিলেন।

ফাদারের সরাসরি উৎসাহ ও সমর্থনে নিজেকে অনেক যুব কার্যক্রমে জড়িত করতে পেরেছিলাম। যখনই তার কাছে গিয়েছি তখনই তিনি সাহস ও উপদেশ দিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। মনে আছে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বশেষ চয়েচ হিসাবে আমাকে বিসিএসএম-এর জাতীয় যুব সম্মেলনের কনভেনরের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। ফাদার খুশি হয়েছিলেন। ঐ সময় টাঙ্গাইলের জলছত্র মিশনে এ সম্মেলনের আয়োজ করা হয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা তত ভাল ছিল না। তাই আমাদের খুব ভাল করে দিক নির্দেশনামূলক একটি গাইড প্রিন্ট করতে হয়েছিল। আর ঐ গাইডের অপর পাতায় একটি যোগাযোগ রোডম্যাপ তৈরীতে ফাদার পিশাতো আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন যেন ময়মনসিংহ অথবা টাঙ্গাইল দুই দিকদিয়েই অংশগ্রহণকারীরা দূরত্ব ও যাতায়াত ব্যবস্থা জেনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে ভালভাবে পৌছতে পারে। মূল্যায়নে অনেকেই এ রোড ম্যাপের ব্যাপারে প্রসংশা করেছেন।

এশিয়ার কাথলিক নিউজ এজেন্সি- ইউকান-এর সঙ্গে আমার জড়িত হওয়া ও পরে বাংলাদেশে এর ব্যুরো চীফের দায়িত্ব নেয়া ফাদার পিশাতোর ইচ্ছায় হয়েছে।

অন্যান্য স্মৃতির মধ্যে আর একটি মনে পড়ে তা হল ফাদার পিশাতোর কোন চিঠি বা ডকুমেন্ট কারেকশন করা। আমরা যারা তার কাছাকাছি ছিলাম তারা খুব ভাল করেই জানি যে কোন চিঠি বা ডকুমেন্ট দুই থেকে দশবারও সে কাটাকাটি করত। আর তা করার আগে সুন্দর করে বলত, 'কিছু মনে করো না'। তবে তিনি যদি মনে করতেন এখনও সময় আছে তবে কারেকশন করবেনই। মনে পড়ে কলেজের গাঙ্গুলি ভবনের কাজ শুরুর পরও নকশার একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি বিল্ডিং-এর একটা কলাম ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা করেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে।

কলেজে লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের পুনরায় বিবেচনার জন্য ফাদারের কাছে আসত। তিনি ধৈর্য ধরে অভিভাবকদের কথা শুনতেন। সাধারণত ফাদারের সঙ্গে আমরা অফিস থেকে একজন থাকতাম সে সময়। সব কিছু শুনে ফাদার তাদেরকে ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর দেখে বলতেন 'ছেলে ভাল করেছে কিন্তু যথেষ্ট ভাল করেনি, কি করি?' তবে দু-একজনকে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তির সুযোগও দিতে চেষ্টা করেছেন।

মাঝে মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে ছাত্ররা ট্রান্সক্রিপ্ট বা কোন ডকুমেন্ট সত্যায়িত করতে আসত। এরকম কিছু জরুরী বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফাদারের সাইনের জন্য অনুরোধ করলে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলতেন 'খুব দয়ালু।

কলেজের যখন প্রথম নতুন ভবন (গাঙ্গুলী) সংযুক্ত হল তখন লাল ইটের উপর কাকের বিষ্ঠার দাগ লাগা শুরু হল। একদিন মেইন্টেনেন্স থেকে আমাকে বলল যে, ফাদার পিশাতো আমাকে একটি কিছু ড্রইং করে দিতে বলেছেন যেন কাক বা পাখি ছাদের দেয়ালের উপর না বসে। খুবই অবাক হলাম। তারপর লোহার পাত দিয়ে টি-আকৃতির ছোট ছোট খুঁটি বানিয়ে তার ভিতর দিয়ে তিনটি চিকন তার নির্দিষ্ট দূরত্বে রান করার একটি নক্শা কম্পিউটারে এঁকে দিলাম। পরে দেখি ঠিকই সে আইডিয়া কাজে লাগানো হয়েছে।

অনেক স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছি ফাদারের কাছ থেকে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিসিএসএম-এর হয়ে হংকং-এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিন জনের দলে আমারও যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ফাদারের কাছে গিয়ে এ বিষয় জানালাম এবং ছুটির আবেদন করলাম। ফাদার ছুটি মঞ্জুর করলেন। তারপর হঠাৎ ঐ সময়কার কলেজের হিসাব রক্ষক আমাকে তলব করলেন। গেলে পরে তিনি একটি কাগজের নোটে সাইন করতে বললেন। দেখি আমাকে কিছু টাকা দেয়া হচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছি না বলে সে আমাকে ফাদার পিশাতোর নোটটি পড়তে দিলেন। দেখলাম ফাদার লিখেছেন যে গত কয়েক মাসে আমি কলেজ ল্যাব বুক বানাতে বেশ শ্রম দিয়েছি। তাই কিছু টাকা আমাকে বেতনের বাইরে এক্সট্রা দেয়া হচ্ছে যেন আমি আমার বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গে নিতে পারি। টাকা পেয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফাদারকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম। সে আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে বলল, 'আমি কিছু করিনি'।

কলেজের সকলকেই ফাদার আপন করে রাখতেন, ছোট-বড় সবার সঙ্গে কথা বলতেন। একবার চা-এর ব্রেকে আমাদের পক্ষ থেকে ফাদারের কাছে আবদার করা হল পুরোনো ঢাকার হাজি বিরিয়ানি খাওয়ানোর জন্য। ফাদার রাজী হলেন। আমরা সবাই একদিন পুরোনো ঢাকার জিন্দাবাহারের তখনকার মরো হাউজে সমবেত হলাম। বায়োলজি ল্যাবের শ্রদ্ধেয় জেমস দা এবং আরো কয়েকজন হাঁড়ি ভরে আমাদের জন্য হাজি বিরিয়ানী নিয়ে আসলেন। ফাদারসহ আমরা সবাই এক সঙ্গে খেলাম।

দু-এক বার সহকর্মীরা আমাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফাদারকে কনভিন্স করার জন্য। সে সময় মাত্র ক্যাবল লাইন দিয়ে টিভি কানেশন দেয়া শুরু হয়েছে। আমরা কর্মচারীরা যারা কলেজ ক্যাম্পাসে থাকি তারা যেন ক্যাবল টিভি চ্যানেল দেখতে পারি সে আবেদন আমাকে ফাদারের কাছে পেশ করতে হল। ফাদার অনেক চিন্তা করে আমাদের একটি লিখিত নিয়ম দাঁড় করাতে বললেন যেন আমরা তা অনুসরণ করি। কেননা তখন ধারণা ছিল ডিস/ক্যাবল টিভি মানেই তো ভালোর পাশাপাশি খারাপ কিছু দেখা হবে। আর তাতে ব্রাদার রডনির ঘোর আপত্তি আছে। লিখিত নিয়ম দাঁড় করানোর পর ক্যাবল লাইন লাগানো হল। একইভাবে নতুন টিভির জন্য আবেদনও আমাকে পেশ করতে হল। ফাদার খুবই ভাল মুডে ছিলেন। তিনি আমাকে মার্টিন হলের ছাত্রদের জন্যও নতুন টিভি লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতে বললেন। তখন প্রয়াত ফাদার বিমল রোজারিও মার্টিন হলের দায়িত্বে। তার সঙ্গে আলাপ করে দুটি নতুন সনি টিভি কেনার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এগুলো ঐ সময়ে আমাদের জন্য ছিল অনেক বড় পাওয়া।

একইভাবে ই-মেইল ও ইন্টারনেট কানেক্শন কলেজে প্রথম নেয়ার পর সেটা কন্ট্রোল করার দায়িত্ব ফাদার আমাকে দিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ফ্লপি ডিস্ক (কম্পিউটার ফাইল ট্রান্সফার করার স্বল্প স্পেস-এর প্রথম মাধ্যম যা বিবর্তিত হয়ে এখন ইউএজবি ড্রাইভে পরিণত হয়েছে) -এ টাইপ করা মেসেস দিত আর তা আমি কপি-পেস্ট করে ই-মেইল পাঠাতাম। বর্তমানে কম্পিউটারে সেভ অপশনে যে আইকনটি দেখা যায় দেখতে ঠিক সে রকমই ছিল ফ্লপি ডিস্ক। ইন্টারনেট কানেক্শন হতো ল্যান্ড লাইন টেলিফোনে। ফোন করার মতই ডায়াল করে ইন্টারনেট কানেকশন নিতে হতো প্রভাইডার কোম্পানি হতে। ব্যবহার শেষে তাড়াতারি লাইন কাটতে হতো। কেননা যত সময় তত টাকা চার্জ!

কলেজের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে ফাদারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল সব সময়। এটাতো অনেকেই দেখেছেন যে কোন একটি কাগজ পড়ে থাকলে ফাদার পিশাতো তা কুড়িয়ে যথাস্থানে ফেলবেন।

একবার আমি আর ফাদার কলেজর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তখন ঢাকা মহানগরের বিজ্ঞান মেলার অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সরঞ্জাম নিয়ে কলেজে প্রবেশ করছে। এরই মধ্যে তিন-চার জন ছাত্রী খালি হাতে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে ছেলে মানুষ খুঁজছে যেন তাদের সরঞ্জামগুলো রাস্তা থেকে আনতে পারে। তা দেখে ফাদার পিশাতো আমাকে বললেন, বাংলাদেশ এখনও ৮০ বছর পিছিয়ে। জানি না কি কারণে '৮০ বছর পিছিয়ে' বলেছেন তবে এটা তো ঠিক যে সবাইকেই তার নিজ-নিজ কাজ করার চেষ্টা করতে হবে - সে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক। বিশ্বাস করি সে দিক বিবেচনা করলে আমাদের দেশ এখন অনেক এগিয়েছে। দেশ এগিয়ে যায় মহৎ ও ত্যাগী ব্যক্তিদের অবদানে। তেমনি একজন অবদানকারী ব্যাক্তি ফাদার পিশাতোকে আমরা হারালাম॥ ❑

বোবা দাদু

সনি রোজারিও

মেঘলা আর মেঘ প্রস্তুত হয়ে আছে স্কুলে যাওয়ার জন্যে। তাই বোবা দাদুকে ডাকছে 'ও দাদু' 'ও দাদু' এবং হাতের ইশারায় বোঝালো তাড়াতাড়ি চল দেড়ি হয়ে যাবে। মেঘলা ক্লাস থ্রি আর মেঘ ক্লাস ফোরে পড়ে। বাড়ির পাশে বড় একটি তেতুল গাছ কাটছিল বোবা দাদু। বোবা দাদু কাছে আসতেই মেঘলা বলে, 'মা, দাদুকে চা খেতে দাও'। বোবা দাদুকে চা দেয়ার কথা শুনে তাঁর মায়ের অভিব্যক্তি তাকে খুবই মর্মাহত করে। সে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে, চোখ বড় বড় করে রাগ দেখাচ্ছে। যেন সে মহা অন্যায় করে ফেলেছে, দাদুর হয়ে কথা বলায়। বোবা দাদু এ পরিবারের জন্য বলদের মত খেটে যাচ্ছে, বিনিময়ে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায় আর মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় পেয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাচ্ছে কৃতজ্ঞতার সাথে।

দাদুর আসল নাম ক্লেমেন্ট হলেও কেউই এ নামে তাকে জানে না। এলাকার সবাই তাকে বলদ বোবা বলে জানে। কারণ সে বলদের মত পরিশ্রম করে। যৌবনে বিয়েও করেছিল কিন্তু বেশি দিন টিকেনি। বছর দু'য়েক সংসার করার পর বউ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। খুব রাগী ছিলেন, মাঝে মধ্যে রেগে গিয়ে গায়ে হাত তুলতো। নিজের সহায় সম্পত্তি ভাইয়ের নামে লিখে দিয়েছে। অবশেষে এই বৃদ্ধ বয়সে এক ভাতিজার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ৭৫ বছর চলছে। এখন যৌবনের তেজ নেই বললেই চলে। আছে শুধু পেট ভরে খাবারের আকুল আকুতি আর রাত্রি যাপন করার জন্য একটা আশ্রয়স্থল।

চা আর খাওয়া হলো না। দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে মেঘলা ও মেঘের স্কুল ব্যাগ হাতে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো স্কুলের উদ্দেশে। বিলের মাঝে বাড়ি বলে বর্ষাকালে বাড়ির চারপাশে জলে ভরে যায় তাই নৌকাই একমাত্র চলাচলের বাহন। তাই বিল পার হতে সবাই নৌকাতে গিয়ে উঠল। বর্ষাকাল প্রায় শেষের দিকে তাই পানি অনেকটা কমে গেছে। নৌকা করে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ করে ক্ষেতের আইলের সাথে নৌকা আটকে যায়। দাদু অনেক চেষ্টা করেও সামনে এগুতে পারলেন না। মেঘলা হাতের ইশারায় বুঝাতে লাগলো স্কুলে দেরি হয়ে যাবে। অন্য কোন উপায় না পেয়ে দাদু তাদের দুজনকে কাঁধে করে ডাঙ্গায় পৌছান। দাদুর কাঁধে উঠতে পেরে তারা মহাখুশি। দাদুও খুশি তাদের কাঁধে নিতে পেরে, হাসলো কিন্তু কোন শব্দ হলো না। মা যে দাদুকে যে ঠিক মত খেতে দেয় না এইটুকু বয়সে তারা ঠিকই বুঝতে পারে। গতকাল রাত্রে দাদুকে যে পোড়া ভাত আর বাসি তরকারী খেতে দিয়েছে তা মেঘলা দাদুর ঘরে চুপি চুপি প্রবেশ করে দেখেছে। বোবা বলে কিছু বলতে পারে না। বোবা দাদুকে যে পরিবারের বোঝা মনে করে শুধু তাই নয় বরং উচ্ছিষ্ট মনে করা হয়। অবজ্ঞা ও অবহেলা যেন তার নিত্যদিনের সঙ্গী। সবই মুখ বুজে সহ্য করে থাকেন, পেটের দায়ে। অথচ নিজের ভাগের সম্পত্তি লিখে দিয়েছে বিনামূল্যে। কাঁধ থেকে নিচে নামাতেই মেঘলা ব্যাগ থেকে চকলেট বের করে জোর করে দাদুর মুখে গুজে দেয়। দাদু প্রথমে খেতে চায় নি। কিন্তু মেঘলা জোর করাতে দাদু চকলেট মুখে নিয়ে ফোকলা দাঁত বের করে চিবাতে থাকে। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দাদু তাদের দু'জনকে স্কুলে পৌঁছে দেয়।

বাড়ি পৌঁছে দুইমুঠো খেয়ে আবার গাছ কাটতে লাগলো। দুপুরে স্কুল ছুটির পর মেঘলা আর মেঘকে বাড়ি নিয়ে এসে হাতের ইশারায় বুঝাতে লাগলো তাঁর খারাপ লাগছে। তাই বিশ্রাম নিতে তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সন্ধ্যায় মেঘলা দাদুকে ডাকতে এসে দেখে দাদুর গা অনেক গরম। বুঝতে বাকি রইল না যে দাদুর জ্বর এসেছে। পুরোনো কম্বল আর কাঁথা মোড়া দিয়ে পুরো দুইদিন অবহেলা ও নিগ্রহের পাত্র হয়ে পড়ে থাকে। পরিবারে তাকে যে শুধু উচ্ছিষ্টই মনে করা হয় তা নয়, বরং বাড়তি ঝামেলাই মনে করা হয়। ভাতিজা তার প্রতি দরদ দেখালেও ভাতিজার বৌ দাদুকে একেবারে সহ্যই করতে পারে না। সুযোগ মত দাদুকে দিয়ে বিভিন্ন খাটুনির কাজ করিয়ে নেয়। গাছ কাটা, মাটি ভরাট করা, বেড়া দেয়া, কৃষি জমি আবাদ, ধান ভাঙ্গানো, বাজার মাথায় করে নিয়ে আসা দাদুর নিত্য দিনের কাজ।

দুইদিন পর দাদুর জ্বর কমে আসে, বিছানা থেকে উঠে ধীরে-ধীরে হেঁটে গোসল করার জন্য স্নান ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল কিন্তু ভাতিজা- বৌ এসে তাকে হাতের ইশারায় বলে বাড়ি থেকে একটু দূরে ডোবায় (ধানক্ষেতের পাশে) গোসল করতে। দুইদিন বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় পড়ে ছিল, আর মলমূত্রও সে অবস্থাতে করেছে। তাই বাড়ির ভিতর ও বাহিরে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। দাদু যেতে চায় না তাই ভাতিজা-বৌয়ের সাথে ইশারায় ইঙ্গিতে অনেক ফাটাফাটি হয়ে যায়। ইশারা ইঙ্গিতে যে ঝগড়া মারাত্মক হতে পারে, তা কাছ থেকে না দেখলে কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। ভাতিজা-বৌ তেলেবেগুণে জ্বলে উঠে, আজই একটা স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে মন স্থির করে। বুড়োটাকে আর এক মুহূর্তের জন্যও এ বাড়িতে থাকতে দেয়া যাবে না। কোনরকম গোসল করে দাদু তার ঘরে এসে দেখে তার সামান্য কাপড় চোপড় উঠানে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ দিচ্ছে ভাতিজা-বৌ। আবারও কিছু সময়ের জন্য দুই জনের মধ্যে উচু গলায় চেঁচা-মেচি আর ইশারা ইঙ্গিতে ঝগড়া হয়ে যায়। নিদারুণ কষ্টে এবং অনেকটা নিরুপায় হয়ে দাদু বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। পাশের এক বাড়িতে গিয়ে, নাতি বৌ হয়, তার কাছে হাতের ইশারা দিয়ে বোঝালো তুমি কি আমাকে খাবার দিবে। নাতি-বৌ হাতের ইশারায় বুঝালো অবশ্যই দিবো। আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু ভালাবাসার কোন ঘাটতি হবে না। ভালমন্দ খাওয়াতে না পাড়লেও দু-বেলা দুইমুঠো ডালভাতের ব্যবস্থা করে খাওয়াতে পারবো। এই নাতি-বৌয়ের নাম নিপা। বোবা দাদু যে তার কাছে খাবার চাইবে তা সে কোনদিনই ভাবেনি। যার অনেক সম্পত্তি রয়েছে সে আবার কি করে অন্যের কাছে ভিখারীর মত খাবার চায়। অনাহার আর অনাদরে তার শরীর যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তেমনি অবহেলায় মনোবল যেন দিন দিন লোপ পেতে চলেছে। দাদুর সাথে তার প্রিয় কুকুরটিও চলে এসেছে। মানুষের দুঃখ নাকি পশুও বোঝে। দুইপায়ের মানুষ বেইমানী করে কিন্তু চার পায়ের পশু কোনদিনও বেইমানী করে না। নিপা দাদুকে নিজের ঘরে অশ্রয় দেয়। পরম মমতায় তাঁর বাবার মত যত্ন করে। দাদুর কাপড়-চোপড় ঐ বাড়ি থেকে একটিও নিয়ে আসা হয়নি। এমনকি দাদুও কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেনি ঐ বাড়িতে ফেলে আসা জিনিস আর কাপড়ের প্রতি। সকালে স্কুলের সময় হলে, দাদু দূর থেকে মেঘলা আর মেঘের স্কুলে যাওয়ার রাস্তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কয়েক ফোঁটা জল তার কপোল বেয়ে ঝরে পরে। একবুক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের জন্য ঈশ্বরের কাছে শুভকামনা করে ঘরে ফিরে আসে। নিপা শুটকির ভর্তা দিয়ে দাদুকে সকালের নাস্তা খেতে দেয়। নাস্তা খেয়ে দাদু ইশারায় নিপাকে বলে, আমার কাছে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ এমন কিছুই নেই তোমাকে দেওয়ার মত। আশীর্বাদ করি সুখী হও॥ ❑

হতভাগা

সংগ্রামী মানব

জীবন এক অবিরাম যাত্রা। জীবনের শুরু যেমন সমাপ্তিও তেমন। সৃষ্টির ইতিহাস অনুযায়ী মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভেদাভেদ, বিভিন্ন জাত, গোত্র ও ধর্ম। কেউবা ব্রাহ্মণ, কেউবা দলিত, কেউবা হিন্দু, কেউবা মুসলিম, কেউবা খ্রিস্টান, কেউবা বৌদ্ধ, কেউবা ধর্মবিশ্বাসী আবার কেউবা অবিশ্বাসী। সে যাই হোক সাবার একই পরিচয় "মানব"। সৃষ্টিকর্তার

বিশেষ সৃষ্টি। মাবেবের মধ্যে এক হতভাগা যার নাম অভিক। জন্ম ছায়াপত্র নামের একটি বাজারে। জন্ম দানের পরই অভিকের মা মারা যায়। অভিকের বাবা কে তা কেও জানে না। জন্মের পরেই তাকে একটি এতিমখানায় দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই সে বড় হতে থাকে। তার বয়স যখন ছয় বছর তখন তাকে এতিমখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তখন তার বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায় পথ-ঘাট। পেশায় সে একজন টোকাই। ছোট বয়স থেকেই সে এই কাজের সাথে যুক্ত। যখন সে ছোট ছিল তখন তার দৈনিক আয় ছিল ৪০ টাকা আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ১০০ টাকা। প্রতিদিন কাজে না গেলে তাকে অন্নহীন থাকতে হয়। মাসের বেশির ভাগ সময়ই সে অসুস্থ থাকে। যেদিন সে অসুস্থ সেদিন তার ভাগ্যে খাওয়া পানি কিছুই জুটে না। কোন একটা সময় রনির এলাকায় দেখা দিল এক প্রবল মহামারী। উর্ধ্বোতন কর্মকর্তাগণ সবাইকে সচেতন হতে বলল ও মাস্ক পরতে বাধ্য করল। তারা সবাইকে মাস্ক কিনতে চাপও দিল। এমতাবস্থায় অভিক একদিন মাস্ক কেনার জন্যে দোকানে গেল। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, ভাই সর্বনিম্ন দামের মাস্ক কত টাকা?। দোকানদার বলল, একশত পঞ্চাশ টাকা। অভিক বলল, কমে দেওয়া যাবে। দোকানদার বলল, একটু-টাকা কম হলেও দেওয়া যাবে না, বর্তমানে মাস্কের অনেক চাহিদা। অভিকের হাতে আছে মাত্র ১০০ টাকা। এই টাকায় সে মাস্ক কিনতে পারল না। তাই অভিক মাস্ক না কিনে চলে গেল। সে ঠিক করল কয়েকদিন কাজ করে টাকা একত্রিত করে সে মাস্ক কিনবে। পরের দিন খুব সকালে সে কাজের উদ্দেশে বের হল। বেলা বারোটা নাগাদ পুলিশ তাকে ধরে ফেলল ও বেধরক মারপিট করল। পুলিশ বলল, তোর মাস্ক কোথায়? অভিক বলল, স্যার আমি মাস্ক কিনতে গিয়েছিলাম তবে মাস্কের দাম একশত পঞ্চাশ টাকা বলে আর কিনিনি। যদি মাস্ক কিনি তবে তো আমি খেতে পাবো না। আর আমার কাছে মাস্ক কেনার জন্যে একশত পঞ্চাশ টাকা ছিল না। তারপর পুলিশ বলল, তবে বের হয়েছিস কেন?। অভিক বলল, স্যার ভাঙ্গারি না টোকালে আমায় যে না খেয়ে মরতে হবে। পুলিশ পরবর্তীতে আরও মারপিট করে তাকে জিপ গাড়ীতে তুলল, তার দুহাতে হাতকঁড়া পরাল ও কারাগারে বন্দি করল। মাস্ক না পরায় তার তিন মাসের সাঁজা হল। সে দিনের পর দিন জেলহাজতে কাঁদতে লাগল।

প্রিয় বন্ধুরা, উদারতা হল একটি মহৎ গুণ। আমার একটু উদারতা অন্যের জীবনে হাঁসি ফুঁটাতে পারে। তাই এসো অভাগীদের সেবায় নিজেকে রিক্ত করি॥ ❑

তোমায় মনে পড়ে

প্রিন্স রায় সিএসসি

দিন যায় দিন আসে
সুন্দর প্রভাতে সূর্যটাও হাসে,
সুখ স্মৃতিগুলো আশেপাশে।
তোমার কথা মনে পড়ে!
এ জীবনে যা হয়ে উঠিনি-
হয়ে উঠেছি একটি বছরে,
আজ তোমার কথা বড্ড মনে পড়ে।
এক বছরের ধ্যান-সাধনায়
পেয়েছি তোমার সঙ্গ,
তোমার কথা প্রতিক্ষণে মনে পড়ে।
ভালোবেসে কথা দিয়েছি
দিবা-রাত্রি আসবো তোমার কাছে,
তোমার কথা নিশি জাগরণে মনে পড়ে।
পেয়েছি সঙ্গ, পেয়েছি পরশ,
পেয়েছি উৎসাহ,
পেয়েছি অনুপ্রেরণার হরষ।
তোমার কথা ভালোলাগায় মনে পড়ে!
রাতের সেই একাকিত্ব ধ্যান
যা ছিল ক্লান্তির অবসান
তোমার কথা ভালোবাসার টানে মনে পড়ে।
এখন আর তুমি নেই
পাই না খুঁজে ধ্যান-সাধনায়,
তোমার কথা আজ অগোচরে,
দিবা-রাত্রি আর আসি না তোমার কাছে।
পাই না ক্লান্তির অবসান
সবই মম ঘোর মায়া আর পিছুটান,
আজ আমি অমৃতের মাঝে অগ্রগামী!
মনে আজ পূর্ণতা,
পড়ে মনে তোমার কথা-
বাস্তবতা, সফলতা, ব্যকুলতা,
সবকিছুর মাঝে তুমিই যিশু প্রেম-দেবতা!

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা পুনর্বীকরণ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালের বাণীতে

পোপ ফ্রান্সিস

২০২১ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বাণীতে পোপ ফ্রান্সিস তিনটি ঐশতাত্ত্বিকি গুণের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান করে বলেন, আমাদের বিশ্বাস নবায়ন করি, আশার সঞ্জীবিত জলের কাছে যাই আর উন্মুক্ত অন্তরে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করি।"

খ্রিস্টের মৃত্যু যন্ত্রণা ও পুনরুত্থান রহস্যকে ভিত্তি করে পোপ মহোদয় তার অনুধ্যানে বলেন, 'তপস্যাকালের এই যাত্রা ... এমনকি এখনই পুনরুত্থানের আলোয় আলোকিত, যা খ্রিস্টের অনুসারীদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ ও সিদ্ধান্তসমূহকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলতে থাকেন; উপবাস, প্রার্থনা ও দানের মাধ্যমে মন পরিবর্তনের এ যাত্রা আমাদেরকে আন্তরিক বিশ্বাস, জীবনময় আশা ও কার্যকরী দয়াতে জীবন-যাপনে আমাদেরকে সক্ষম করে তুলে।

সত্যকে স্বীকার করা ও সাক্ষ্য দেওয়া

পুণ্যপিতা বলেন, খ্রিস্টের মধ্যে প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করা ও বেঁচে থাকার অর্থ হলো ঈশ্বরের বাণীর প্রতি আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত রাখা। উপবাসের মাধ্যমে আত্মত্যাগের একটি ধরণ অভিজ্ঞতা করি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপহার অর্থাৎ আমরা যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট, ঈশ্বরেই আমাদের পূর্ণতা তা পুনআবিষ্কার করতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম করে। উপবাসও আমাদেরকে আমাদের অভাব উপলব্ধি করে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসতে সাহায্য করে। তপস্যাকাল হলো আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে স্বাগত জানানো ও আমাদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাসস্থান তা বিশ্বাস করার সময়।

যাত্রায় আমাদের সহায়তা দানকারী 'জীবনজল'

যাকোবের কুপের কাছে শামারীয় নারীকে যিশু যে জীবনজলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সাথে পোপ ফ্রান্সিস 'আশা' গুনটিকে তুলনা করেছেন। এই জল নারীর প্রত্যাশিত সাধারণ কোন জল নয়, কিন্তু সেই পবিত্র আত্মা যাঁকে পুনরুত্থান রহস্যের মধ্যদিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্বল বা অনিশ্চিত সময়গুলোতে আশাকে যদিও ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়, তারপরও 'তপস্যাকাল হলো আশার সময়কাল যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি।' অনুধ্যান ও নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে আশাকে আমাদের অনুপ্রেরণা ও অভ্যন্তরীণ আলো হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এই তপস্যাকালে আশার অভিজ্ঞতার অর্থ হলো যিশু যিনি ক্রুশে তাঁর জীবন দিলেন এবং তৃতীয় দিবসে উত্থিত হলেন তাঁর আশাকে গ্রহণ করা।

ভালবাসা : বিশ্বাস ও আশার সর্বোত্তম প্রকাশ

ভালবাসা হলো হৃদয়ের একটি অনুভব ও শক্তি। যা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে বের হতে এবং অন্যের সাথে সহভাগিতার বন্ধন ও মিলনে সাহায্য করে। পুণ্যপিতা 'ভালবাসার সভ্যতা' গড়ে তুলতে 'সামাজিক ভালবাসা' এর উপর জোর দেন। ভালবাসা এমন একটি উপহার যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে। ভালবাসাই আমাদেরকে সকল নারী-পুরুষকে ভাই-বোন হিসেবে দেখতে সহায়তা করে। শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্রেই নয়, আমাদের জীবনেও দেখি যে, আমরা যখন ভালবাসার সাথে আনন্দসহকারে দানকর্ম করি তখন সেই দানের ফলপ্রসূতা আরো বেশি বৃদ্ধি পায়। ভালবাসার সাথে তপস্যাকালকে অভিজ্ঞতার অর্থ হলো কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে যারা কষ্ট পাচ্ছে বা নিজেদেরকে পরিত্যক্ত বলে মনে করছে তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া। পোপ মহোদয় আমাদেরকে আহ্বান করেন আশ্বাসের কথা বলতে এবং ঈশ্বর যে তাঁর সন্তান-সন্ততি হিসেবে সকলকে ভালবাসেন তা অন্যদেরকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করতে বলেন।

পরিবর্তনের একটি যাত্রা

আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হলো বিশ্বাস ও আশা করার এবং ভালবাসার সময় - এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পোপ মহোদয় তাঁর বার্তা শেষ করেন এ বলে; পরিবর্তন, প্রার্থনা ও আমাদের বৈষয়িক জিনিসপত্রের সহভাগিতার যাত্রার এই তপস্যাকাল অভিজ্ঞতা করার আহ্বান আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধভাবে জীবিত খ্রিস্টের কাছ থেকে আসা বিশ্বাস, পবিত্র আত্মার প্রাণবায়ু দ্বারা অনুপ্রাণিত আশা এবং পিতার দয়ালু হৃদয় থেকে উৎসারিত ভালবাসা পুনঅনুধাবন করতে আমাদেরকে সাহায্য করে।

উপবাস রাখতে পোপ ফ্রান্সিসের উপদেশ

আঘাত দেয় এমন কথা বাদ দিয়ে সদয় কথাবার্তা বলো
দুঃখের উপবাস রেখে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হও
রাগের উপবাস করো এবং ধৈর্যতে পূর্ণ হও
হতাশার উপবাস আনো আর আশাতে পরিপূর্ণ হও
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার/দুশ্চিন্তার বাদ দিয়ে ঈশ্বরে আস্থা রাখো
অভিযোগের উপবাস আনো; সরলতার অনুশীলন কর
চাপ প্রয়োগ থেকে উপবাস থাকো এবং প্রার্থনাশীল হও
তিক্ততার উপবাস আনো, তোমার হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করো
স্বার্থপরতার বদলে সনানুভূতিশীল হও
হিংসা-দ্বেষের উপবাস এনে পুনর্মিলিত হও
অতি কথন থেকে বিরত হয়ে নীরব হও ও শ্রবণ করো।

ভাতিকান রেডিও পোপ মহোদয়কে যোগাযোগকারীদের যোগাযোগকারী হতে সহায়তা করেছে

- ফাদার লোম্বার্দি

পোপ একাদশ পিউস ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইচ্ছা প্রকাশ করেন একটি রেডিও স্ট্রেশন স্থাপন করতে; যা পোপের কণ্ঠস্বর হবে এবং বিশ্বের সকল প্রান্তে মঙ্গলসমাচারের বার্তা ছড়িয়ে দিবে। তাই পোপ পিউস ইতালিয়ান আবিষ্কারক ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম মার্কোনীকে তা স্থাপন করতে অনুরোধ করেন। এভাবে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি তা স্থাপিত হয় এবং জেজুইট সংঘের উপর পরিচালনার ভার দেন। ৮জন পোপের কণ্ঠ হিসেবে ১৯৩২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে চলেছে রেডিও ভাতিকান।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি রেডিও ভাতিকান ৯০ বছরের পূর্তি পালন করেছে। জেজুইট পুরোহিত ফাদার ফ্রেদেরিকো লোম্বার্দি ১৯৯১ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই রেডিও'র জেনারেল ডিরেকটর ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পোপ বেনেডিক্টের সময় ভাতিকান প্রেস অফিসের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রেডিও ভেরিতাসের ৯০তম জন্মদিনে বলেন, আমাদের একটি মিশন রয়েছে। তাহলো বর্তমান সময়ে যিশুর বাণী, কাথলিক বিশ্বাস মানবজাতির কাছে তুলে ধরে জগতের সকল মানুষ ও পোপ মহোদয়ের সেবার্থে কাজ করা। একটি সাক্ষাৎকারে ফাদার লোম্বার্দি বলেন, মানবজাতি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার সম্মুখীন হলেও রেডিও ভাতিকানের মিশন কখনো পরিবর্তন হয় না। সেই মিশন হলো - খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে একত্রিত করা: একতার মধ্যদিয়ে পৃথিবীর নারী-পুরুষের সেবাদান করা। তিনি বলেন, পোপ হলেন মানবতার সেবক। যোগাযোগের জন্য যা কিছু সম্ভবপর তিনি সবকিছুই করেন। তিনি কথা বলেন, লিখেন ... আমরা উপকরণ ও প্রযুক্তির মধ্যদিয়ে পোপ মহোদয়কে সহায়তা করি। আমরা তার যোগাযোগকারী।

এদিকে শ্যন প্যাট্রিক রেডিও ভাতিকানের ইংরেজী বিভাগে ৪৩ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজী বিভাগে রিপোর্টার হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী একই বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। সকলের কাছেই পরিচিত এক কণ্ঠ শ্যন প্যাট্রিক। তিনি পোপ ৬ষ্ঠ পল, ১ জন পল , ২য় জন পল, ১৬ বেনেডিক্ট ও পোপ ফ্রান্সিসের কাজ করেছেন ইংরেজী ভাষায়। কাজ করার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র পোপদের সাথে কাজ নয় কিন্তু ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতই আসল। কথা বলার সময় মনে রাখতে হয় আমরা কথা বলছি শ্রোতার সাথে একটি রুমে শ্রোতাদের সাথে নয়। তাই ঘনিষ্ঠতা রাখতে হয়। আর রেডিও'র সেই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। প্রযুক্তি হয়তো পরিবর্তিত হবে কিন্তু জগনগণ একই থাকবে। তাই আমাদের সঙ্গ দানের প্রয়োজনীয়তা ও সহমর্মিতা কখনও পরিবর্তিত হবে না। ভাতিকান রেডিও'র ৯০ বছরের পূর্তিতে তিনি বলেন: সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলা, কখনো ভুলে না যাওয়া আমরা কে!

সেন্ট খ্রীষ্টিনা চার্চে শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

দিলীপ ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ "যিশু শিশুদের ভালবাসেন"- শিশুদের প্রতি যিশুর এই অগাধ ভালবাসার আনন্দ অনুভূতিতে গত ২৯ জানুয়ারি, শুক্রবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীর শিশুদের অংশগ্রহণে খ্রিস্টযাগ ও বিভিন্ন কর্মসূচীতে শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। অর্ধ দিবসের এই অনুষ্ঠানে খ্রিস্টযাগে বিশ্বের সকল শিশু, বিশেষ করে অবহেলিত ও নির্যাতিত যারা, তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগে সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার লুক কাকন বলেন, শিশুরা যেন স্বর্গের পূর্ণতায় রয়েছে। তাই শিশু, স্বর্গ ও যিশু আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। দিবসটি আরও রঙিণ ও আনন্দঘন করতে সিস্টারগণের পরিচালনায় শিশুরা র‍্যালি করে ও বাইবেলের উক্তির শ্লোগান দেয়। এরপর পাল-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ খ্রিস্ট ধর্মশিক্ষা ও সাধু-সাধ্বীদের জীবন সহভাগিতার মধ্য দিয়ে শিশুদেরকে পবিত্র জীবন এবং পুণ্য পিতার আহ্বানে ক্ষুদ্র পরিসরে পরিবেশের যত্ন নিতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি ধর্মপল্লী পর্যায়ে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে সাপ্তাহিক ক্লাশে অংশগ্রহণে শিশুদের উৎসাহিত করেন। অতঃপর পিএমএস সিস্টারগণ, স্কুলের দিদিমনি ও অন্যান্য অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে শিশুরা নাচ-গান করে এবং টিফিন গ্রহণের মধ্যদিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়॥

বরিশালে বেদীর সেবক-সেবিকাদের সেমিনার ও বার্ষিক শিক্ষাসফর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সেবাস্টিনা সাউলি ▯ বিগত ২৫ জানুয়ারি সকালে বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর বেদীর সেবক সেবিকাদের নিয়ে কুয়াকাটায় সেমিনার ও বার্ষিক শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। কুয়াকাটা Morning Star ট্রেনিং সেন্টারে এই বার্ষিক শিক্ষাসফর ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূলভাব ছিলো 'সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাই-বোন সকলে অংশগ্রহণ'। উক্ত সেমিনারে ৩৬জন বেদীর সেবক সেবিকা, ফাদার লরেন্স লেকাভালী গমেজ এবং সিস্টার রিতা এলএইচসি, সিস্টার প্রীতি এলএইচসি ও সিস্টার পপী এলএইচসি ও ৫ জন সেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন। ফাদার লেকাভালী গমেজ মূলসুর 'সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাই বোন সকলে অংশগ্রহণ' ও 'নৈতিক জীবন গঠনে শিশু সচেতনতা' এবং সিস্টার পপি এলএইচসি সেবকের দায়িত্ব, গুরুত্ব ও কর্তব্য এই বিষয়ের উপর সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। এরপরে সেবক সেবিকাদের নিয়ে কুয়াকাটার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করা ও সমুদ্র সৈকতসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে বিচরণ করে। পরে সেবক সেবিকাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা, গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এভাবেই উৎসাহ, আনন্দ, উদ্দীপনা নিয়ে ২৬ তারিখে সূর্যাস্ত ফেরা হয়। উপভোগ করার পর বাড়ি ফেরা হয়॥

পাদ্রীশিবপুরে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস-২০২১ খ্রিস্টাব্দ উদ্‌যাপন

গৌরি মুর্মু: গত ১ ফেব্রুয়ারি পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে খুবই আনন্দের সঙ্গে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে প্রায় ৮৫জন শিশু অংশগ্রহণ করে। মূলসুর ছিল, "সৃষ্টির যত্নে আমরা শিশুরা"। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের শিশু কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ এবং তাকে সহযোগিতা করেন পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন গাব্রিয়েল নকরেক সিএসসি। খ্রিস্টযাগ শেষে শিশুরা ব্যানার হাতে আনন্দ সহকারে র‍্যালি করে। এরপর মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ। তিনি সকল শিশুদের পরিবারে প্রার্থনার গুরুত্বসহ ঘরে ও বাইরে সৃষ্টির যত্ন নিতে, সৃষ্টির প্রশংসা করতে ও গাছ লাগাতে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর শিশুরা বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে। দুপুরে একসাথে আহারের পর ছিল পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সারাদিনব্যাপি বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে শিশুরা দিনটিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। পরিশেষে, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন গাব্রিয়েল নকরেক সিএসসি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

চন্দ্রা গমেজ ▯ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার। রবিবাসরীয় দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগের পূর্বে মথুরাপুর ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণ ১২০জন শিশুর কোলাহলে ভরপুর হয়ে পড়ে। লক্ষ্য "ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্নে শিশুদের শিক্ষা" মূলসুরকে কেন্দ্র করে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন। গির্জার ভিতরে প্রবেশকালে উপাসনা সংগীত শুরু হয়। শিশুরা সারিবদ্ধভাবে গির্জায় প্রবেশ করে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা। সৃষ্টির যত্নে শিশুদের করণীয় বিষয়ে পাল-পুরোহিত খ্রিস্টযাগের উপদেশবাণী রাখেন।

খ্রিস্টযাগের পর স্বল্প বিরতীর পর সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি গল্প ও গানের মাধ্যমে শিশুদের ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্নে শিশুরা কি করতে পারে তা শিক্ষা দেন। টিফিনের বিরতীর পর শিশুদের সুপ্ত-প্রতিভার বিকাশ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল নাচ, গান, বাইবেলভিত্তিক গল্প বলা, প্রার্থনা ও ছবি অঙ্কন। এছাড়াও শিশুমঙ্গল সংঘের পরিচালিকাদের জন্যও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে দুপুরের আহার এবং আহারের পর পুরস্কার বিতরণীর মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন সমাপ্ত হয়।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন

ফাদার সাগর কেড়াইয়া : বিগত ২৫ জানুয়ারি কুমারী মারীয়া সংঘের সদস্যাদের উপস্থিতিতে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পিঠা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা ও সংঘের পরিচালিকা সিস্টার মেরী মনিক এসএমআরএ। কুমারী মারীয়া সংঘের সদস্যাগণ বাড়ি থেকে হরেক রকম পিঠা প্রস্তুত করে বিকালে ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। এরপর সদস্যাগণ যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব ও বড়দিনের আমেজকে নতুনভাবে উপলব্ধিতে আনতে পিঠা কাটেন। বাড়ি থেকে প্রস্তুতকৃত পিঠা একে অপরের মাঝে বিতরণ ও কীর্তন করে পিঠা উৎসব উদ্‌যাপন সমাপ্ত করেন॥

মট্‌স-ঢাকা ক্রেডিটের মধ্যে সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষরিত

ডিসিনিউজ, ঢাকা ▯ দেশের শীর্ষস্থানীয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এণ্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্‌স) এবং ঢাকা ক্রেডিটের মধ্যে সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি মিরপুরের মট্‌সের অফিসে ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা ও মট্‌সের পরিচালক দিলু পিরিছ সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে পংকজ গিলবার্ট কস্তাসহ ঢাকা ক্রেডিটের একটি প্রতিনিধি দল মট্‌সের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, 'আজ আমরা মট্‌সের অটোমোবাইল, ওয়েল্ডিং ল্যাবসহ বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেছি। এখানে প্রায় আটশত শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। এখানে চারবছর ও তিনবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা শিক্ষা এবং বিদেশে যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা ঢাকা ক্রেডিট মট্‌সের সঙ্গে সমঝোতার চুক্তি করেছি। আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যে শিক্ষার্থীরা রয়েছেন, তাঁদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার আলোচনা করেছি, তারা যেন কিছু ভর্তুকির মাধ্যমে পড়তে পারেন এবং যেসমস্ত বাবা-মা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়, তাদের আমরা যেন ঋণ দিয়ে এই কারিগরি স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করেছি।'

তিনি উল্লেখ করেন, মট্‌স দীর্ঘদিন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের অন্যান্য দেশে অত্যন্ত সমাদৃত। ঢাকা ক্রেডিট মট্‌সের সাথে সমঝোতার চুক্তি করার মধ্যদিয়ে একসাথে পথ চলতে চায়। দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার জন্য তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা করতে চান।

এই দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং উন্নয়নের জন্য আমরা মট্‌স-ঢাকা ক্রেডিট যৌথভাবে কাজ করতে চাই। যার মধ্যদিয়ে তারা দক্ষ হবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।'

মট্‌সের পরিচালক দিলু পিরিছ বলেন, 'মট্‌সের বিশেষত্ব হচ্ছে আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করি যাতে শিক্ষার্থীরা দক্ষ হতে পারেন, হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি তারা যেন মানুষ হতে পারেন, তার জন্য আলাদা মূল্যবোধের শিক্ষা সিলেবাসে সংযোজিত করা আছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারেন, সমাজে যেন সেবা করতে পারেন।'

ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া মট্‌সের প্রশংসা করে বলেন, ঢাকা ক্রেডিটের ৪৩ হাজার সদস্যের মধ্যে একটি বড়ো অংশ কিশোর যুবক। সদস্যদের মধ্যে অনেকে নিম্ন ও মধ্য আয়ের। অনেক ছেলে-মেয়ের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় বা কম মেধা থাকায় সাধারণ উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে না। তাদেরকে অনুরোধ করতে চাই, তারা মটসে কারিগরি শিক্ষা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, ডিরেক্টর পল্লব লিনুস ডি'রোজারিও, মনিকা গমেজ ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন টমাস রোজারিও, মট্‌সের ট্রেইনিং এন্ড এডুকেশন বিভাগের সিনিয়ার ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার এএইচএবি সিদ্দিক, ফাইন্যান্স এণ্ড এডমিন বিভাগের ম্যানেজার উজ্জ্বল থিওটোনিয়াস কোড়াইয়া, প্রডাকশন এন্ড মার্কেটিং ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক ও চিফ ইন্সট্রাক্টর মাহমুদুর রশিদ॥

সিলেট ধর্মপ্রদেশে বড়দিন পুনর্মিলনী ও কমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা ▯ গত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ ভবনে সকাল ৯ টায় সিলেট ধর্মপ্রদেশের সকল ফাদার, ব্রাদার ও ব্রতধারিণী ও কমিশনের সদস্য-সদ্যসাকে নিয়ে বড়দিনের পুনর্মিলনী ও কমিশনের পরিকল্পনা

গ্রহণ করা হয়। এতে ঢাকার আর্চবিশপ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের Apostolic Administrator বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, সিলেট ধর্মপ্রদেশের Delegate ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়াসহ ১৬ জন ফাদার ও ৪৪জন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা জানান সেই সাথে বলেন- আমরা যা চাই তা পাই না, আর যা চাই না তাই পাই। বিশপ যা চাননি তাই পেয়েছেন। আমরা সবাইকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে পথ চলি। এই একসাথে পথ চলা অনেক আনন্দের ও প্রেরণার। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ, ওএমআই পোপের পালকীয় পত্র "আমরা সবাই ভাই-বোন" এর উপর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন-৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাধু আসিসির ফ্রান্সিসের পর্ব দিবসে এই সর্বজনীন পত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই সর্বজনীন পত্রটির ৮টি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় তিনি বাস্তবতার আলোকে সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেছেন। যা সবাইকে স্পর্শ করেছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে। একে অন্যের প্রতি দরদবোধ, ভালবাসা বৃদ্ধি করতে সহভাগিতা করেছে। আমরা সবাই ভাইবোন। আমরা সবাই মানব পরিবারের সদস্য-সদস্যা। আমরা যেন গণমঙ্গলের কাজ করি, comfort zone থেকে বের হয়ে আসি, ব্যক্তিকে মর্যাদা প্রদান করি। ঐতিহবাহী কাজের মধ্য থেকে বের হয়ে আসি। সহভাগিতার পর থাকে মুক্তালোচনা। সবাই বিশপ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান নতুন পালকীয় পত্রের আলোকে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য। এরপর ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া গত তিন বছরের কমিশনের কর্মকান্ডের মূল্যায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। ফাদার সরোজ কস্তা ওএমআই কমিশনের আহ্বায়ক, কমিশনের সদস্য-সদস্যাদের নাম ঘোষণা করেন। কিভাবে পরিকল্পনা করবে তার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর প্রত্যেকটি কমিশনের সদস্য-সদস্যাগণ সারা বছরের জন্য তাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরপর থাকে পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করে সিলেট ধর্মপ্রদেশের নতুন অভিষিক্ত ফাদার বিপ্লব মাইকেল কুজুর। উপদেশ প্রদান করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত গমেজ। তিনি তার উপদেশে- সাধু যোসেফের জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। পোপ মহোদয় যোসেফের জীবন, প্রকৃতি ও করোনা ভাইরাসের রূপ দেখে নতুন চিন্তা করেছেন এবং এই পত্র লিখেছেন। তিনি খুব প্রাণবন্তভাবে সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতার মধ্যদিয়ে সবার অন্তরে সাধু যোসেফের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে। খ্রিস্টযাগের শেষে নব অভিষিক্ত ফাদার এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশে আগত ফাদার ও সিস্টারদের ফুলেল শুভেচ্ছা জাননো হয়। ফাদার সুধীর সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরে দুপুর ২ টায় খাবারের মধ্যদিয়ে শেষ হয়॥

শীতার্ত ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ- ২০২১

ব্রাদার গ্রেনার রিছিল সিএসসি ▯ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে যখন শৈত্যপ্রবাহ এবং কনকনে শীতের দাপটে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, শীতের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। ঠিক ওই সময়েই পার্বত্য জেলা বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার সেন্ট মেরীস্ স্কুলে ০১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ শীতার্ত ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সেন্ট মেরীস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি- এর সভাপতিত্বে পার্বত্য বান্দরবান জেলার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্য বাবু দুংড়িমং মার্মা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন আলীকদম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এসএম জিয়াউদ্দিন জুয়েলসহ স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্টাফগণ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাবু দুংড়িমং মার্মা বলেন, আলীকদম উপজেলায় সেন্ট মেরীস্ স্কুল শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম অবদান রেখে চলেছে। স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পড়াশুনার পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সঠিক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, যা দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা গড়ে তুলছে। তাই এই সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য তিনি মণ্ডলীর পরিচালকদের ও স্কুলের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক ব্রাদার রঞ্জর লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি, শীতার্ত ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণে সহযোগিতার জন্য জনাব আক্কাস উদ্দিন মোল্লাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দুংড়িমং মার্মাকে ও বিশেষ অতিথি এসএম জিয়াউদ্দিন জুয়েলকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান।

পরিশেষে, প্রধান অতিথি এবং প্রধান শিক্ষক শীতার্ত ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন॥

বানিয়ারচরে আত্মিক উদ্দীপনা সভা পালিত

ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ ▯ প্রতিবারের ন্যায় এ বছর বার্ষিক উদ্দীপনা সভা-২০২১ পালিত হয়েছে ২২ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। গত ২২ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ১০ টায় গির্জার বাইরে থেকে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয়। সভা শুরুতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত গানের দলের সেবক সেবিকাগণকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো

হয় এবং তাদের সামনের আসনে বসানো হয়। এরপর বানিয়ারচর পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ স্বাগত বক্তব্য ও সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ তিনদিনের এই আত্মিক উদ্দীপনা সভা কি এবং এর তাৎপর্য ব্যাখা করেন। একই সাথে তিনি সমাবেশে প্রার্থনা করেন। পরে সেবকদের হাতে ৩ দিনের জন্য বাইবেল এবং ক্রুশ হস্তান্তর করেন। আমাদের এই প্রাণের সভা সেবক-সেবিকাগণ-এর বিভিন্ন ভক্তিমূলক গান, প্রার্থনা, মানতদানের মধ্যদিয়ে ৩ দিনের অনুষ্ঠান সাজানো হয়। তিন দিনের এই আত্মিক উদ্দীপনা সভায় বিভিন্ন সময়ে যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন ফাদার বাবলু সরকার "করোনাকালে পারিবারিক যত্ন", ফাদার লাজারুজ কানু গোমেজ - "বর্তমান পরিস্থিতিতে বাইবেলের আলোতে জীবন পরিচালনা" এবং বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি- "সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাইবোন সকলের অংশ গ্রহণ"। এ ছাড়া পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, পাপস্বীকার ও নিরাময় (তেল লেপন) অনুষ্ঠান ছিল। ২৪ জানুয়ারি রবিবার ছিল ভক্তজনগণের অংশগ্রহণে মহা খ্রিস্টযাগ ও সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রা। দুপুরের আহারের মধ্য দিয়েই এ আত্মিক উদ্দীপনা সভার সমাপ্তি হয়॥

রবিবাসরীয় (৫ পৃষ্ঠার পর)

হয়ে উঠতে পারি এক একজন তাপস-তাপসী। যে ধ্যানে আমরা রূপান্তরের পথে আমরা যাত্রা করতে পারি সে রকম প্রলোভন জয়ের, তথা তপস্যার কয়েকটি দিক হতে পারে যেমন-

বর্জন করে অর্জন করাঃ আজকের পৃথিবীতে আমরা অনেক প্রলুব্ধকর কোন কিছুতে সহজে আসক্ত হয়ে যাই। যা আমাদেরকে অনেক সময় জীবনের প্রকৃত সত্য পথ থেকে অনেক হয়ত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছু নিয়ে আমরা হয়ত চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে নীতি আর আদর্শ থেকে বিছিন্ন ও বিচ্যুত হয়ে পড়ছি। অনেক অপ্রয়োজনীয় অর্জনের জন্য হয়ত আস্ফালন করছি আর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি। তাই এই তপস্যাকালে আমাদের তপস্যা হতে পারে ক্ষণিকের মোহকে বর্জন করে চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দকে অর্জন করা।

শত্রুকে বন্ধু করাঃ এটি বড় ধরণের তপস্যা হতে পারে। আমাদের আশেপাশে অনেককেই হয়ত আমি শত্রু ভাবি। একজন মানুষ প্রথমেই আরেক জনের কাছে শত্রু হয়ে আসে না বরং খুঁজে নিলে দেখা যাবে সেই ভাইটি বা সেই বন্ধুটি এক সময় আমার সত্যিই বন্ধু ছিল। হয়ত আমার কোন স্বার্থের বা কোন অন্ধতার কারণে আমি তাকে আজ শত্রু ভাবি। সেই শত্রুকে ক্ষমা করে পুনরায় বন্ধু করে পাপের বন্ধন মুক্ত হওয়া এই তপস্যাকালে আত্মিক জীবনে বসন্ত আনতে পারি।

বিরতি থেকে বিগঠিত হওয়াঃ আকাশ পথে বা বড় কোন যাত্রা করলে আমরা অনেক সময় দেখি যাত্রা বিরতি হয় (Transition)। তপস্যাকাল হল সেই বিরতি বা থামার সময়, কোথায় আমি জয় করতে পারিনি তা খুঁজে বের করার সময়। বর্তমান সময়ে আমাদের জীবন-যাত্রা এতই গতিময় যে দাঁড়াবার সময়টুকুই যেন নেই। তপস্যাকাল আমার-আপনার জীবনের Transition Period অর্থাৎ গতি পরিবর্তনের সময় হতে পারে যা আমাকে-আপনাকে আহ্বান করছে এতদিন যে পথে চলেছি তা একটু যাচাই করা। পথটি যদি আলোর পথ না হয়ে কালো পথ হয় তবে সেখানে যেন নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে হয়ে ওঠি আলোর পথযাত্রী সেখানেই আমার বিগঠন বা বিশেষভাবে গঠন। তপস্যাকালে আমাদের জীবনে জীবনে এ ধরনের বিগঠন বা Transformation আমাকে তাপস-তাপসী হতে সাহায্য করবে।

স্বাধীনতা দিয়ে স্ব-অধীনতাকে নিজের করাঃ ঈশ্বর কখনও মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না বরং তাকে ভালোবাসেন; অথচ ভালোবাসার এই দান স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করে আমি হয়ত অনেকবারই স্বেচ্ছাচারী হয়ে তার কাছ থেকে চলে গেছি, পাপে পরাধীন হয়েছি। এই তপস্যাকালে আমরাও স্ব-অধীনতা দিয়ে যিশুর মত আমার জীবনের মরুভূমিতে বিশ্বাসের পরীক্ষাকালে শয়তানকে দূর করে দিতে পারি। এভাবে হয়ে উঠতে পারি পবিত্র আত্মার প্রেরণাতে চলে পবিত্র ও আধ্যাত্মিক মানুষ।

পরিশেষে বলতে চাই আমরা সবাই জয় চাই। আমাদের জীবনে প্রলোভন যতই আসুক না কেন আমরা যেন পরাস্ত না হই বরং ঐশ বিশ্বাসে পরাক্রমশালী হয়ে ওঠতে পারি এ আমাদের একান্ত প্রার্থনা। তবে জয়ের পিছনে যে ধ্রুব সত্যটি নিহিত তাহল ঈশ্বরের পথে থাকতে তপস্যায়-সাধনায় ব্রতী হয়ে ওঠা। তাই আসুন তপস্যাকালের শুরু থেকে আত্মায় বসন্ত আনতে আমরা যাত্রা শুরু করি। আমার-আপনার মন্দতা ও অন্ধতা যিশুর সাথে ক্রুশে বিদ্ধ করি যেন তাঁরই সাথে ঐশজীবনে স্ব-মহিমায় পুনরুত্থান করতে পারি। এই পথে পাপ-প্রলোভন জয়ে যিশুতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি কেননা প্রতিদিনের প্রলোভন করতে জয়, প্রভুই মোদের অভয়॥

সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি স্বপন ডোমিনিক মন্ডল। বাবা মৃত সমর মন্ডল আমার বয়স ৫৫ বছর, আমি গুরুতর রোগে আক্রান্ত গত ৬ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ গল্ড ব্লাডার অপারেশন করার পর হইতে লিভার ইনফেকশন/জন্ডিস ও কিডনীতে পানি জমাট হওয়ার কারণে অসুস্থ্য হয়ে বিছানায় পড়ে আছি, এবং ডাক্তার এর পরামর্শ অনুযায়ি ঔষধ খাচ্ছি, প্রতি সপ্তাহে লিভার/কিডনী সমস্যার জন্য ডাক্তার দেখানো প্রচুর টাকার প্রয়োজন, আমার চিকিৎসার খরচ অনেক ব্যায়বহুল যা আমার পক্ষে কোন ভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই আপনাদের কাছে হাত বাড়িয়েছি। আমার এই দুরসময়ে আমাকে একটু অর্থ দিয়ে সাহায্য করিলে আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ধন্যবাদ

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

স্বপন ডোমিনিক মন্ডল
বিকাশ: ০১৭১১১৪৩৬২১
ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার
UCB Bank Account Number
0503201000051901

ফাদার যোসেফ মুরমু
পাল-পুরোহিত
সৈদয়পুর ক্যাথলিক ধর্মপল্লী
মোবাইল: ০১৭১৭৮৭৮০৭৩

বাণীদীপ্তির শিল্পীদের মিলন মেলা-২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জ্যাষ্টিন গোমেজ ▯ ‘এই ধরণের আয়োজন আরো বেশি হওয়া দরকার’; ‘বাণীদীপ্তিকে ধন্যবাদ শিল্পীদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেবার জন্য’; ‘শিল্পীদের কিছুটা মূল্যায়ন হচ্ছে দেখে ভালো লাগছে’ .. এই ধরণের অভিব্যক্তি দিয়েই বিভিন্নজন তাদের ভাব প্রকাশ করছেন ‘সত্য-সুন্দর প্রকাশে শিল্পীরা সব একসাথে’ বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে শিল্পীসমাবেশকে কেন্দ্র করে।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার বিকাল ৪:৪৫ মিনিটে রমনা আর্চবিশপ হাউসে, বড়দিন ও পুনরুত্থান অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিটিভি’র বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া। এছাড়াও সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিটিভির নাট্য নির্দেশক মাসুদ চৌধুরি, বাণীদীপ্তির কণ্ঠশিল্পী পলিন ফ্রান্সিস ও হলিক্রস কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর জেরাল্ড রড্রিক্স।

অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে থাকে খ্রিস্টীয় সঙ্গীত জগতের আলোকিত ব্যক্তিত্ব বাণীদীপ্তির শিল্পী প্রয়াত নিপু গাঙ্গুলী ও প্রয়াত জোসেফ কমল রড্রিক্স এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। এই পর্বে প্রয়াত শিল্পীদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলেই এতে অংশ নেয়। তারপর বাণীদীপ্তির পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু শিল্পীদের আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা পরিচালনা করেন। প্রার্থনা পর্বের পর প্রয়াত নিপু গাঙ্গুলী ও প্রয়াত জোসেফ কমল রড্রিক্স এর উপর নির্মিত একটি ডক্যুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এরপর স্মৃতিচারণ পর্বে পলিন ফ্রান্সিস বলেন, কমলের সাথে ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা। পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রায় সময়ই এগিয়ে এসেছি আমরা। এই শিল্পীদ্বয়ের মধ্যে দেখেছি অন্যদের সাহায্য করার অকৃত্রিম প্রচেষ্টা। পংকজ গমেজ বলেন, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল চর্চা দেখেছি গাঙ্গুলী পরিবারে। তাই নিপুদার জীবনেও দেখেছি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ছাপ। এছাড়াও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে সহভাগিতা রাখেন জেরাল্ড রড্রিক্স ও পিউস গাঙ্গুলী।

এরপর শুরু হয় অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব। আর এই পর্বের শুরুতে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক পরিচয় পর্ব পরিচালনা করেন। তিনি বিভিন্ন ভাগে (যেমন গায়ক, নৃত্য-সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা, নাট্য নির্দেশক, নাট্যকার প্রভৃতি) শিল্পী ও কলাকুশলীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানান। তারপর থাকে মূল্যয়ন পর্ব। এই মূল্যয়ন পর্বে বক্তব্য রাখেন ফাদার কমল কোড়াইয়। তিনি বিটিভিতে বাণীদীপ্তির অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার পর বলেন, বড়দিন ও পুনরুত্থান অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের মান দিন দিন বাড়ছে ও শিল্পীদের সৃজনশীলতাও ফুটে উঠছে সুন্দরভাবে। আমি সকলের শুভ কামনা করি। তবে আরো নতুন নতুন নাট্যকার বেরিয়ে আসা দরকার। এরপর থাকে মুক্ত আলোচনা। এতে অংশগ্রহণ করেন উল্লাস গমেজ, জয় গমেজ ও বেবী রোজারিও। তারা পেশাদারিত্ব, নতুনত্ব, শিল্পীদের সম্মান-সম্মানী ও যথার্থভাবে নৃত্য পরিবেশন করার কথা বলেন। নৃত্য দিয়ে কিভাবে খ্রিস্টীয় বার্তা দেওয়া যায় তারজন্য প্রশিক্ষণের কথাও ওঠে আসে।

‘টেলিভিশনে আমাদের (খ্রিস্টানদের) অংশগ্রহণ’ বিষয়ের উপর বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপন করেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তিনি বিটিভিকে ধন্যবাদ দেন, খ্রিস্টানদেরকে বিটিভিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবার জন্য। বিশেষভাবে বড়দিন ও পুনরুত্থানে দু’টি অনুষ্ঠান করতে দিয়ে। যেখানে অনেক নতুন শিল্পী প্রতিবছর অংশ নিয়ে থাকে। সঙ্গতকারণেই অনুষ্ঠানের মান অন্যান্য কমার্শিয়াল অনুষ্ঠানের মতো হয় না। তবে যেসকল শিল্পীরা আছেন তারা অধিকাংশই দক্ষ শিল্পী না হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিয়ে টেলিভিশনে অংশগ্রহণ করে যথেষ্ট খুশি। কেননা তারা তাদের একাগ্র প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতার সাথে ভাল অভিনয় করে যাচ্ছেন। আশা করব ধীরে ধীরে তারা দক্ষ ও আরো ভাল সৃজনশীল হবে। বিটিভি’র মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠান করতে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তিনি শিল্পীদেরকে আহ্বান করেন। আর যারা ইতোমধ্যে বিভিন্নভাবে জাতীয় পর্যায়ের সাথে সংযুক্ত আছেন তারাও বাণীদীপ্তিকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন বলে প্রত্যাশা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যে টেলিভিশনেই কাজ করি না কেন, আমাদের সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত অনুষ্ঠানের মূল বিষয় যেন খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিরোধী না হয়।

বিশেষ অতিথিদের বক্তব্যে ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, শিল্পীরা সবসময়ই সম্মানের। তবে সেই সম্মানটা যথার্থভাবে প্রকাশ পায় না। আজকে খ্রিস্টান সমাজের অনেক শিল্পীকে একসাথে দেখে বেশ ভালো লাগছে। একজন শিল্পী হাজারো মানুষকে আলোকিত করে। অনেক শিল্পী একসাথে অনেক বেশি আলো ছড়াতে পারবে। আমাদেরকে নতুন নতুন শিল্পী খুঁজে বের করতে হবে। বাণীদীপ্তি অনেক আগে থেকেই নতুন নতুন শিল্পী অন্বেষণে নিয়োজিত আছে। ঢাকা ক্রেডিটও শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য আমরা একসাথে কাজ করে খ্রিস্টবাণী প্রচারে পথ চলতে পারবো বলে মনে করি।

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও বলেন, আমাদের খ্রিস্টান শিল্পীরা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তাদের প্রতিভা দ্বারা খ্রিস্টের বাণী প্রচার করছেন তা সত্যিই অসাধারণ। আর আগের তুলনায় শিল্পীরা নিজেদের অবস্থান দিন দিন সমৃদ্ধ করছে তা বোঝা যাচ্ছে। বাংলাদেশ মণ্ডলী সার্বিকভাবে খ্রিস্টভক্তদের কথা চিন্তা করে। তাই সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের মাধ্যমে লেখক ও শিল্পীদের সাথে একাত্ম হয়ে বাণীপ্রচার করছে। আশির দশকে শিল্পীদের দেখে আনন্দে আমোদিত হতাম এখনও হই। তবে কখনো কখনো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আমাদেরকে শংকিত করে। আশা করি ভাল ও সৃজনশীল কাজে আমরা একজন আরেকজনকে সমর্থন, সম্মান ও সহযোগিতা করবো। কারিতাস বাংলাদেশ বাণীদীপ্তি ও যোগাযোগ কমিশনের সাথে বিভিন্নভাবেই জড়িত আছে এবং থাকবে। বিশেষভাবে শিল্পীদের মঙ্গলের জন্য তারা পাশে থাকবে যাতে করে শিল্পীদের মাধ্যমে খ্রিস্টের বাণী প্রচার আরো প্রসারিত হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ বলেন, সত্য-সুন্দর প্রকাশে শিল্পীরা সব একসাথে মূলবিষয়টি সুন্দর। আর এটা হওয়াই যথার্থ। আমরা যেন আমাদের সৃজনশীলতায় সর্বদা সত্য-সুন্দর প্রকাশে প্রস্তুত থাকি। জগতে সুন্দরের নামে অনেক বেশি নোংরামি ও অসত্য প্রকাশ হচ্ছে। আমাদের খ্রিস্টানদের সত্য-সুন্দরের উৎস যিশু। যাকে আমরা বিশ্বাস করি। সত্য-সুন্দরের পথে চলা কষ্টকর হলেও আমরা তা পারি কেননা আমাদের বিশ্বাস যিশুতে নিহিত। আপনারা শিল্পীরা অনেক ধৈর্য নিয়ে ও কষ্ট করে অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন। আর এরমধ্য দিয়ে মণ্ডলীর প্রতি আপনাদের দরদ ও ভালবাসা প্রকাশ করছেন। আপনাদের একসাথে অভিনয় করা ও চলা বড় একটি সুন্দর আদর্শ অন্যদের সামনে। আপনারা অনেকের কাছে খ্রিস্টের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সকলে একসাথে তা করে যাবেন তা আশা করি।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে থাকে কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে বাণীদীপ্তির কো-অর্ডিনেটর সিস্টার মেরীয়ানা গমেজ উপস্থিত সকলকে ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলো বাণীদীপ্তি, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন ও সহযোগিতায় ছিল, সিগনিস বাংলাদেশ॥

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিঃ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা"এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র নিম্নলিখিত পদসমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ
১	ক্রেডিট অর্গানাইজার	১ টি	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন হতে হবে। ক্রেডিট প্রোগ্রামে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২	মাঠকর্মী (নারী অধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা)	১ টি	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন হতে হবে। নারী মানবাধিকার, নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকতে হবে এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠির সেবা করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৩	সেলস্ এসিস্ট্যান্ট	১টি	নূন্যতম এইচএসসি পাশ। বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই সেলাই এবং স্টক খাতা সংরক্ষণে পারদর্শী হতে হবে।
৪	গার্ড	১টি	নূন্যতম অষ্টম শ্রেণি পাশ। বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং বিবাহিত হতে হবে। দম্পতিদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৫	সার্বক্ষনিক আয়া	১টি	নূন্যতম অষ্টম শ্রেণি পাশ। বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং বিবাহিত হতে হবে। দম্পতিদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :
১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে ।
৪. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারন করা হবে ।
৫. আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ৩১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। পূর্বে যারা আবেদন করেছেন, তাদের আর আবেদন করবার প্রয়োজন নেই ।

সাধারণ সম্পাদিকা, কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ,বাদুরতলা, কুমিল্লা।, বি: দ্র: প্রার্থীর কোন প্রকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

Career Opportunity

The Young Women's Christian Association(YWCA) of Cumilla, an affiliated association of the world YWCA and a non-profit voluntary organization working in Bangladesh for the empowerment of women, youth and children for more than three decades.

Applications are invited from interested candidates for the following post:-

1. Position:- Assistant Teacher (YWCA Junior Girls High School)

Vacancy: 01(one)

Educational Requirments: The ideal candidate should have Bechelor's and Master's degree from a reputed University preferably chemistry and B.ed/M.ed/pass the teacher registration Exam.

Experience Requirments: At least 3-4 years of experience in teaching profession.

Salary: As per salary scale.

Application Instraction: If you meet the above reruirments, please submit your application along with cover letter, latest CV, NID, all attested certificate and a recent passport size photo to: **General Secretary, YWCA of Cumilla, Badurtala, Cumilla**. Name of the position should be mentioned on envelope.

application deadline: 31 March 2021

বিজ্ঞ/৪০/২১

কে বলে আজ তুমি নাই, তুমি আছ মন বলে তাই...।

বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাময় দিনটি যেদিন তোমাকে হারিয়েছি, যেদিন তুমি ছিন্ন করেছো মায়াজালের সকল বন্ধন। দেখতে দেখতে ২টি বছর কেটে গেলো তুমি নেই অথচ এইতো সেদিনও তুমি ছিলে অনেক কাছে ধরা ছোঁয়ার হাতের নাগালে। তুমি আছ অদৃশ্যমান, সর্বত্র তোমার পদচারনা উপলব্ধি করি। তোমার আদর্শ, তোমার দেখানো পথেই চলছি, চলব নিরন্তর। ভীষণ ভালবাসি তোমাকে, খুব মিস করি তোমাকে। তোমার অভাব কোন কিছুতেই পূরণ হবার নয়। ভালো থেকো ওপারে।

স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো। অনন্তকালে তোমার সাথে পিতার গৃহে আবার দেখা হবে।

প্রয়াত আন্তনী পিউরীফিকেশন

জন্ম : ২ মে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

তোমার আদরের,

স্ত্রী : কনক মেরী পিউরীফিকেশন
ছেলে ও ছেলে বৌ : বিপ্লব ও হীরা
মেয়ে ও জামাই : সিতারা-জর্জ, আইভী-সেবাস্টিয়ান, লিপি-প্রদীপ
নাতী ও নাতী বৌ : জুয়েল-সিভা, রনি-বন্যা, টেরেন্স, প্রত্যয়, প্রমিত, এড্রিয়ান
নাতনী ও জামাই : জুই, জুলি-পার্থ, সাথী, শ্যারন
পুতি ও পুতিন : ঐন্দ্রিলা, অনান্দিতা, ইথান, অ্যাডিগেইল ও অ্যাচিলিস।

বিজ্ঞ/৩৮/২১

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!
প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী সমসাময়িক বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
তেজগাঁও, ঢাকা

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, ক্রুশের পথের ছবি (ফাইবার) প্রতিবেশী প্রকাশনী সরবরাহ করে থাকে।
আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। – প্রতিবেশী প্রকাশনী

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 06
Regd. No. DA-33
❖ 21 - 27 February, 2021, ৮ - ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ:

১৭ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১৪ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৫ মার্চ	দূতসংবাদ মহাপর্ব
২৮ মার্চ	তালপত্র রবিবার
১ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
২ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
২ এপ্রিল	পুণ্য শনিবার
৪ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১১ এপ্রিল	ঐশ করুনার পর্ব
২৫ এপ্রিল	আহ্বান দিবস
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
১৬ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
২৩ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৩০ মে	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
৬ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ ও রক্তের মহাপর্ব
১১ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
২৪ জুন	দীক্ষাগুরু যোহনের পর্ব
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যু বার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
৭ অক্টোবর	জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
২১ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৮ নভেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
৬ ডিসেম্বর	বাইবেল দিবস
৮ ডিসেম্বর	অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
২৬ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের দিবসসমূহ:

১৪ ফেব্রুয়ারি	পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
১৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
২৬ মার্চ	স্বাধীনতা দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২৩ এপ্রিল	বিশ্ব বই দিবস
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৭ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
৯ মে	মা দিবস (মে মাসের ২য় রোববার)
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৩ মে	ঈদ-উল-ফিতর
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২০ জুন	বাবা দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
৩ জুলাই	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
২১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
১ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস (আগস্ট মাসের ১ম রবিবার)
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৩০ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৪ অক্টোবর	বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার)
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দুর্গা পূজা)
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ ডিসেম্বর	মহান বিজয় দিবস

বিঃদ্রঃ নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- তে বিশেষ দিবসটির সংখ্যা এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।

পুনরুত্থান বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও **'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'** পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। **তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন ২১ মার্চ-এর মধ্যে।** উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবে না। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।

যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই 'পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonny mj **ফন্ট এবং** Windose 97-এ কনভার্ট করে ই-মেইল এর বিষয় অবশ্যই 'পুনরুত্থান/Easter Writing's লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। - **সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
wklypratibeshi@gmail.com
অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : weekly.pratibeshi.org

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org